

শুভেন্দু অধিকারীর
মিথ্যাচার। সাংবাদিক
বৈঠক করে চা-বাগানের ২০
শতাংশ বোনাস দেওয়া
হয়েছে বলে জানিয়েছেন
তিনি। কিন্তু আসল চিত্রটি
হল পঞ্চমীতেও বোনাস
পাননি ৭ চা-বাগানের ছয়
হাজার শ্রমিক। প্রশাসনের
বিরুদ্ধে স্ট্রাইক উগরে
দিয়েছেন তাঁরা



বর্ষার বিদায় হলেও
বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে।
যদিও ভারী বৃষ্টির
সম্ভাবনা নেই। আজও
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের
সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ
হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা
রয়েছে



পুজোয় বন্ধ সোনারি হাট
মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের



দিল্লির স্কুলে বোমাতঙ্ক, ভ্রমকি
মেইলে আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রীরা



আজ মহাষষ্ঠী



রাস্তা রাঙিয়ে বৃষ্টিতে পরপর দুর্ঘটনা
ক্ষমা চেয়ে নিন মন্ত্রী
পুলিশের এফআইআর কোথায়

প্রতিবেদন : রংমিলান্তি মন্ত্রীর খামখেয়ালিপনাকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল
বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এফআইআরের দাবি তোলেন তিনি। ফুটপাথ মন্ত্রীর
নির্বুদ্ধিতায় রাতে ড্যামেজ কন্সট্রোলে নামে সাকসি সরকার। মোছা হয়
গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের রামধনু রং। চিংড়িঘাটায় বসানো হয় ফাইবার
ব্রক। পুজোর মধ্যে রাতভর ফ্লাইওভার বন্ধ রাখা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায়
ঘুরছে সেই ভিডিও। বর্তমান সরকারের নামে ছি-ছিঙ্কার পড়ে গিয়েছে।
রীতিমতো সাকসি পরিণত হয়েছে এই দল ও তার নেতা-মন্ত্রীরা।
ফ্যাশন ডিজাইনার পুরমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিধায়ক কুণালের দাবি, রং
হওয়ার সময়ই বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। তখন (এরপর ৬ পাতায়)



■ ধোয়া হচ্ছে রাস্তা। আবার উড়ালপুলে বসল স্পিড ব্রেকার।

বেইমানদের মদত দিতে প্রকাশ্যে নামল রাজ্যের প্রশাসন
হাজার হাজার কোটি পেপার জোগাড়ে প্রত্যেকটি থানা

পুলিশের হলফনামা চক্রান্ত

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের
প্রতীক এবং দলের নাম-সংক্রান্ত
মামলায় সুপ্রিম কোর্ট দলের নেতা-
কর্মীদের হলফনামা জমা দেওয়ার
নির্দেশ দিয়েছিল। দুর্গাপুজো,
উৎসবের মরশুমের মধ্যেও মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের
যোদ্ধারা, সর্বস্তরের কর্মীরা এই
হলফনামা জমা দেওয়ার আইনি
প্রক্রিয়া চালু রেখেছেন। অর্থাৎ
নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হলফনামা জমা
দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে পুরোদমে।
এই পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্যকর
একটা অভিযোগ সামনে আসছে।



বিজেপি-শুভেন্দু অধিকারীর
নির্দেশে গদ্যদ-বালিশ শিবিরের
হয়ে হলফনামা জোগাড়ের কাজটি
হচ্ছে থানা, প্রশাসনিক কার্যালয়
থেকে।
এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য
পুলিশের ডিজি, আইজি এবং
কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে
লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন



■ পুলিশ ও কমিশনারকে লেখা সাংসদ
দোলা সেনের চিঠি।

তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন।
অভিযোগ পত্রে তিনি
বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন
গদ্যদ-বালিশের সুবিধা করে দিতে



কীভাবে কাজ করছে পুলিশ
প্রশাসন। অভিযোগের কপি
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের
দপ্তরেও পাঠানো হয়েছে।
গদ্যদ-বালিশের সঙ্গে যেহেতু কোনও
কর্মী নেই, তাই তাদের পক্ষে এই
হলফনামা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে
না। সেই কারণে বিভিন্ন জেলায়
পুলিশকে (এরপর ৬ পাতায়)

সুপ্রিম কোর্টে ধমক • ক্ষমা চাইলেন স্বরাষ্ট্রসচিব

নির্লজ্জ এবার কনট প্লেসে নিষেধাজ্ঞা

প্রতিবেদন : বিরোধী আন্দোলনের আতঙ্ক
পুরোপুরি থামে করেছে বিজেপিকে।
স্বপ্নেও যেন তারা এখন বিরোধীদের
দেখছে! নয়াদিল্লির কনট প্লেসের সেন্ট্রাল
পার্ক ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি)
নিষারিত প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে
স্থগিতাদেশ দেয়নি দিল্লি হাইকোর্ট। শুক্রবারের এই
'তেরঙা ওড়াও' কর্মসূচির ওপর কোনও ধরনের আইনি
বাধানিষেধ আরোপ করেনি আদালত। অথচ কেন্দ্রীয়
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পরিচালিত দিল্লি পুলিশের তরফে সিজেপি'র
কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়নি জানিয়ে আইনশৃঙ্খলা
রক্ষায় আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ
আদালতের নির্দেশকেও অমান্য করছে দিল্লি পুলিশ।
দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ্বর পদত্যাগ



চেয়ে এবং ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড়
সংশোধন (এসআইআর) বাতিলের
দাবিতে পথে নেমেছে সিজেপি। গত
শনিবার তাদের আন্দোলনে বিপুল
জমায়েতের আশঙ্কা করে রাজধানীকে
কার্যত দুর্গে পরিণত করেছিল দিল্লি পুলিশ। ককরোচ
নেতৃত্বকে বিক্ষোভ শুরুর আগেই আটক করে নেওয়া
হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতিদিনই দিল্লিতে প্রতিবাদ
কর্মসূচি চলছে। সিজেপির সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছে
তৃণমূল কংগ্রেস, বাম ছাত্রযুব-সহ বিরোধী রাজনৈতিক
দলের নেতা-কর্মীরা। সিজেপির শনিবারের কর্মসূচিতে
যোগ দিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ
'ইন্ডিয়া'র বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রীই আটক
হয়েছিলেন। যন্তর মন্তরে জাতীয় (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন
সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে
একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন
করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন
দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার
যাত্রা, তাই আমাদের দিনের কবিতা।



সৃষ্টি

আমার সৃষ্টি খুঁজে পেলাম
চড়াই পাখির অন্দরে,
আমার সৃষ্টি ডাক দিয়ে যায়
নদী-নালায় গভীরে।
আমার মনের অজানা বেলায়
সূর্যাস্তের দ্বারে,
আঁধারে আলোর আলোক বর্তিকা
নতুন প্রভাতের ভোরে।

দেশ বিজেপির
সম্পত্তি নয়,
নাগরিকরাও
গোলাম নন

প্রতিবেদন: গোটা দেশ এক
অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।
গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।
মূল্যবোধ থেকে বেকারত্ব, সাধারণ
মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। অন্যায়ের
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আজ
সাধারণ মানুষকে প্রবলভাবে
সরকারি-যন্ত্রের বাধার সম্মুখীন

সরকারের কারনামা
পেশ করে আবার
বিক্ষোভক অভিষেক



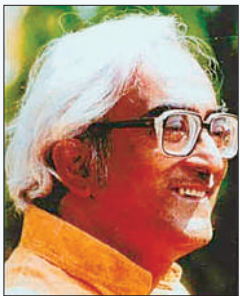
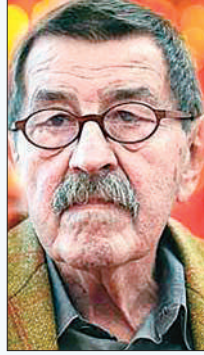
হতে হচ্ছে। পঞ্চমীর রাতে দেশের
গণতন্ত্রের এই অন্ধকার দিক নিয়ে
এক্স-হ্যাণ্ডেলে আবেগঘন পোস্ট
করেন তৃণমূল কংগ্রেসের
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর প্রশ্ন, আপনি কঠোর
পরিশ্রম করেন। আপনি আপনার
কর পরিশোধ করেন। আপনি
আপনার ইএমআই পরিশোধ
করেন। আপনি ক্রমবর্ধমান
মূল্যবোধ, বেকারত্ব এবং একটি
পরিবার গড়ে তোলার খরচের সঙ্গে
লড়াই করেন। (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯২৭
গুস্তার গ্রাস
(১৯২৭-২০১৫)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'টিনড্রাম'-এর নোবেলজয়ী জার্মান লেখক। কলকাতায় এসেছেন বহুবার। কখনও থেকেছেন রাজভবনের অতিথিশালায়, কখনও বারুইপুরের এক বাগানবাড়িতে। ঘুরে বেড়িয়েছেন কফি হাউস, কালীঘাট আর বালিগঞ্জ স্টেশনের ফুটপাথে। ব্যোমকালী কলকাতাওয়ালিকে বিদেশিরা সচরাচর খেয়াল করেন না। কিন্তু গুস্তার গ্রাস চিনতে চেয়েছিলেন রক্তলোলুপ, মুগ্ধমালিনী সেই দেবীকেই। লিখেছেন 'ৎসঙ্গে সাইগেন'। 'জিত কাটো লজ্জায়' নামে সে বইয়ের একটি জনপ্রিয় বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। কৃত্রিম প্রসাধনীরজিত গুস্তার, এই শহরের

আলজিভ, থুতু ও রক্তকোষসম্বন্ধিত জিভটিই গ্রাস বারংবার আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। নইলে কি কলকাতাবাসের পর আদৌ লিখতে পারতেন: 'কালীপূজো আসছে। দেওয়ালের ধারে মাথা নিচু করা, নর্দমার জলে ভর্তি তিন হাজার বস্তি। তাদের পাশে শুধু রাত্রি আর তাদের ভয়ঙ্কর হাঁ মুখে জিভ বের করা ওই দেবী। তিনি আলটাগরায় শব্দ করছেন। আমি জিভ দেখালাম, নদী পেরিয়ে গেলাম, সীমান্ত মুছে দিলাম।'



২০২০ প্রদীপ ঘোষ (১৯৪২-২০২০) এদিন মারা যান। মৃত্যুর কারণ, কোভিড সংক্রমণ। প্রখ্যাত আবৃত্তিকার ও বাচক শিল্পী। কাজী সব্যসাচীর পরে তাঁর কণ্ঠে 'কামাল পাশা' বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আফ্রিকা' জনপ্রিয়তার চূড়া স্পর্শ করেছিল। ছয়ের দশকের শেষের দিক থেকে এক মঞ্চে

এক কবিতা ভাগাভাগি করে বলতেন কাজী সব্যসাচী এবং প্রদীপ ঘোষ। নজরুলপুর হয়তো কোনও কবিতার মুখরা আবৃত্তি করে বলতেন, 'বাকি শোনাবেন প্রদীপ'। এর পরেই সভাগৃহে রিনরিন করে বাজত প্রদীপের গলা। অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী না হয়েও অদ্ভুত দক্ষতায় নিজের স্বর ব্যবহার করতে জানতেন প্রদীপ। মাইকে একেবারে মুখ ঠেকিয়ে আবৃত্তি করতেন অনায়াসে। যা কেউ কোনও দিন করেননি।

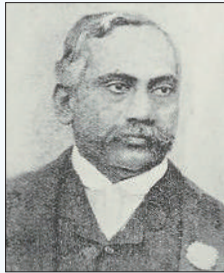
১৮৫৪

অক্ষর ওয়াইল্ড

(১৮৫৪-১৯০০) এদিন আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। আইরিশ নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং কবি। ভিক্টোরীয় যুগের লন্ডন শহরে তিনি অন্যতম সফল নাট্যকার হিসেবে পরিচিত হন। ওয়েস্টলেনের যে ২১ নং বাড়িটিতে তিনি



জন্মেছিলেন সেই বাড়িটিতে এখন ট্রিনিটি কলেজের অক্ষর ওয়াইল্ড সংস্কৃতি জাদুঘর। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে আছে 'দ্য সেলফিশ জ্যান্ট', 'দ্য হ্যাপি প্রিন্স' ইত্যাদি।



১৮৯৬ মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬) এদিন প্রয়াত হন। প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার যিনি কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। একাধিক মামলায় ব্রিটিশ শাসকের হাত থেকে নিদেখি ভারতীয়দের রক্ষা করেছেন। বিলেতে পড়ার সময় মাইকেল মধুসূদনকে অর্থসাহায্য করেন। 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বেথুন স্কুল স্থাপনের পেছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নীল চাষিদের পক্ষে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখতেন।



১৯৯৪ গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। ১৯৩৮ সালে বঙ্কু সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় 'মিত্র অ্যান্ড ঘোষ' প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। শ্যামাকে নিয়ে তাঁর উপন্যাস ট্রিলজি 'কলকাতার কাছেই' (১৯৫৯-এ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত), 'পৌষ ফাগুনের পালা' (১৯৬৪-তে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত) এবং 'উপকণ্ঠে' তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি। এ ছাড়া লিখেছেন 'পাঞ্চজন্য', 'বহ্নিকন্যা', 'আদি আছে অন্ত নেই' ইত্যাদি। 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকা তিনিই শুরু করেন।

১৯৮১ রাধিকামোহন মৈত্র (১৯১৭-১৯৮১) এদিন প্রয়াত হন। প্রখ্যাত সরোদিয়া। জওহরলাল নেহরুর সময় ভারত থেকে যে সাংস্কৃতিক মিশন চিনে গিয়েছিল, সেই দলের অন্যতম সদস্য। স্বাধীনতার আগেই তাঁর প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল।



কর্মসূচি



■ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে ইয়ং বয়েজ স্কাবের পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন পুরপিতা শক্তিপ্রতাপ সিং ও অন্যরা।



■ উল্টোডাঙা জয়ন্তী স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপূজার উদ্বোধন। অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মুহ্যুঞ্জয় পাল।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৫৬

১			২		৩		৪
৫							
			৬				
৭		৮					
				৯			১০
১১		১২					
				১৩			
১৪							

পাশাপাশি : ২. প্রতি সপ্তাহেই এর আবির্ভাব ৫. গলায় ধারণীয় রত্ন ৬. বাজার, হাট ৭. রাজার মেয়ে ৮. দোষ, ত্রুটি ১২. মহার্ঘ ১৩. দ্রব্যাদির দ্বারা উৎপন্ন ১৪. শহুরেপনা।

উপর-নিচ : ১. কাহিল ২. কেরলের নদীবিশেষ ৩. সূর্য ৪. রক্তে মাথা ৮. বহুজনের দরজায় ঘুরে যাকে অন্ন সংস্থান করতে হয় ৯. অসভ্যতা ১০. পুঁজিবাদ, ধনিক শ্রেণির শাসন ১১. যার আমি মরেছে, তার — হয়েছে।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৫৫ : পাশাপাশি : ১. অসুদ ৩. পট্টনিক ৫. জলবিভাজিকা ৭. শারদ ৮. তরস ১০. অবনীমণ্ডল ১২. মহালয়া ১৩. নাচন।

উপর-নিচ : ১. অমানিশা ২. দনুজদলনী ৩. পরবি ৪. কলকা ৬. ভারতললনা ৯. সনাতন ১০. অক্রম ১১. মরিয়ান।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেন্সি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017

Regd. No. WBBEN/2004/14087

● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

১৫ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রূপোর বাজার দর

পাকা সোনা	১৪৬৫৫০
(২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
গহনা সোনা	১৪৭৩০০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
হলমার্ক গহনা সোনা	১৪০০০০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
রূপোর বাট	২১০৬৫০
(প্রতি কেজি),	
খুচরো রূপো	২১০৭৫০
(প্রতি কেজি),	

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্কেটস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৩৪	৯৬.২১
ইউরো	১০৬.৮৬	১০৮.২৫
পাউন্ড	১২৬.২৯	১২৭.৬৯

নজরকাড়া ইনস্টা



■ সৌমী ঘোষ



■ সম্পূর্ণা লাহিড়ী

যানজটে শ্লথ শহর, প্রশাসনের গাফিলতিতে নাকাল জনতা

প্রতিবেদন: পূজোর সময় রাস্তায় ভিড় হবে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই ভিড় সামাল দিয়ে যান চলাচল কতটা মসৃণ করা যায় সেটাই চ্যালেঞ্জ পুলিশ প্রশাসনের কাছে। তবে এবারের পরিস্থিতি দেখে বোঝা গেল এই বিষয়ে ডাটা ফেল করেছে পুলিশ প্রশাসন। ভিড় সামলাতে কার্যত ব্যর্থত তারা। আর তার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দুর্গাপূজায় আলোর রোশনাই আর জনজোয়ারের আড়ালে কার্যত নরকযন্ত্রণার সাক্ষী থাকল তিলোত্তমা। পূজো



মণ্ডপগুলির আশপাশে তো বটেই, এমনকী শহরের মূল সংযোগকারী রাস্তাগুলিতেও তীব্র যানজট এবং ট্রাফিকের কচ্ছপ গতি নিয়ে এবার ব্যাকফুটে খোদ লালবাজার। এখন ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষ কতরাই পরোক্ষভাবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন শহরজুড়ে তীব্র যানজট এবং ট্রাফিকের ধীর গতি সামলাতে কার্যত হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ পরিস্থিতির দায় স্বীকার করে বলেন, অফিস টাইমে সিগন্যালের ওয়েটিং টাইম বাড়ছে, এটা কিন্তু ঘটনা। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, পূজো কমিটিগুলির ওপর

জোরজুলুম আর হোর্ডিংয়ের পারমিশন দেওয়া নিয়ে যতটা তৎপরতা ছিল, রাস্তা সচল রাখার ন্যূনতম সদিচ্ছা ততটা ছিল না প্রশাসনের। রাসবিহারী মোড়, গড়িয়াহাট, ভিআইপি রোড, ইএম বাইপাস থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ— সর্বত্রই ছবিটা এক। ঘটনার পর ঘটনা থমকে দাঁড়িয়ে রইল লাইফলাইন।

বিশেষ করে খারাপ অবস্থা লেকটাউনের মতো এলাকার। প্রশাসন কার্যত হিমশিম খাচ্ছে ভিড় সামাল দিতে। যদিও গতবারের তুলনায় এবার মন্ডপে মন্ডপে দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেকটাই কম। তা সত্ত্বেও এই পরিমাণ ভিড় সামলাতে নাজেহাল অবস্থা প্রশাসনের। ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেল থেকে পার্ক স্ট্রিট আসতে সময় লাগছে ঘটনাক্ষণের বেশি। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে মানুষের। এরমধ্যে সমস্যা হিসেবে যোগ হয়েছে রেড রোডে মহালয়ার সময় সাজানো রাস্তা দেখার উৎসাহ। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলা বা রিলস করা মানুষের বিরক্তির উপড়ি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অ্যান্ডাল্যান্ড পর্যন্ত ঘটনার পর ঘটনা সিগন্যালে আটকে থেকেছে, যার দায় কোনওভাবেই এড়াতে পারে না কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। উৎসবের মরশুমে ভিড় হবে, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই ভিড় সামলানোর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই প্রশাসনের। অবিলম্বে কলকাতার ট্রাফিক পরিকাঠামো আমূল সংস্কার করা না হলে, পূজোর বাকি দিনগুলোতেও যে শহরবাসীকে এই একই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বহুতলের নিচ থেকে উদ্ধার তরুণীর দেহ

প্রতিবেদন : শেখপিয়র সরণি থানা এলাকায় এক বাণিজ্যিক বহুতলের নিচ থেকে উদ্ধার তরুণীর রক্তাক্ত দেহ। জানা গিয়েছে, ওই বহুতলে একটি ব্যাকের অফিস রয়েছে। সেখানেই চাকরি করতেন এই মহিলা। এখনও পর্যন্ত ওই মহিলার নাম-পরিচয় সামনে আসেনি। ঘটনাস্থলে আসে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ। ওই তরুণীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যে জায়গা থেকে দেহ পাওয়া গিয়েছে, সেটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে ফরেনসিক টিম। এদিন দুপুরে আচমকাই বহুতলের নিচে বিকট শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। তবে এটি নিছকই দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কিছু লুকিয়ে রয়েছে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। তদন্ত শুরু করেছেন বেনিয়াপুকুর থানা। আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, ঘটনার সময় বহুতলের ওই ফ্ল্যাটে বা ছাদে কেউ ছিল কি না।

শরীরে জখম, দিল্লি থেকে ফিরে মৃত্যু রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের

প্রতিবেদন : ডাবল ইঞ্জিন সরকারের দিল্লিতে গিয়ে ফের মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। দিল্লিতে রঙের কাজ করতে গিয়েছিলেন চুঁচুড়ার বাসিন্দা বিধান ওঝা (৪৫)। শরীর জুড়ে ক্ষত আর পোড়া দাগ নিয়ে বাড়ি ফেরেন। বুধবার সকালে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।



ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের ওপর হেনস্থা, জুলুমবাজি, অত্যাচার, মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। বাংলায় কথা বললেই জুটছে মার। বারংবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গা নেই কেন্দ্রের। আর কত হত্যা? আর কত দেহ পড়লে পদক্ষেপ নেবে সরকার? মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানের বাড়ি চুঁচুড়ার সুকান্তনগরে। প্রায় পাঁচ মাস আগে দিল্লির চন্দন হোলা এলাকায় রঙের কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়িতে বিধানের স্ত্রী ও নয় বছরের এক ছেলে রয়েছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তখন জানা যায়, বিধান অসুস্থ। এরপর তাঁকে দেখতে দিল্লি যান বিধানের স্ত্রী। বিধানের শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তিনি কথাও বলতে পারছিলেন না। গত ১০ অক্টোবর ট্রেনে করে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই বুধবার সকালে মৃত্যু হয় বিধানের।

বিধানের বোন বীথিকা মল্লিকের অভিযোগ, দিল্লিতে থাকাকালীন দাদার উপর প্রবল অত্যাচার করা হত। বিধানকে কোনও মাদকজাতীয় পদার্থ খাওয়ানো হয়েছিল বলেও সন্দেহ তাঁদের। বিধানের সারা শরীরে ক্ষত ও পোড়ার দাগ ছিল। এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠছে ভিনরাজ্যে গিয়ে বাংলার পরিযায়ীদের ওপর অত্যাচার, হত্যা আর কবে বন্ধ হবে?

লজ্জা! রাজ্যের দুর্গোৎসবের উদ্বোধনের আমন্ত্রণপত্রে উধাও হলেন মা দুর্গা



প্রতিবেদন: এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়? দুর্গোৎসব। মা দুর্গার আবাহন। রাজ্য সরকার মদতপুষ্ট দুর্গাপূজা গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন নামে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে সকলে আছেন। নেই শুধু মা দুর্গা! এও সম্ভব? এটাই ঘটেছে। বিজেপি রাজ্যে সবটাই সম্ভব। সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ নামে একটি সংস্থা, তারাই এই পূজোর মূল আয়োজক। সঙ্গে সরকারের লোগোও রয়েছে। বৃহস্পতিবার ধুমধাম করে তার উদ্বোধনও হয়ে গেল। সেখানে অতিথি হিসেবে নাম রয়েছে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি। পূজোর স্থল সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক। আমন্ত্রণপত্রে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার ছবি রয়েছে। কিন্তু কোথায় মা দুর্গা। যাকে কেন্দ্র করে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, তাঁর ছবি আমন্ত্রণপত্রে উধাও! দুটি বেসরকারি স্পনসরের নাম জ্বলজ্বল করছে, অথচ মা দুর্গা নেই। এর আগে বিজেপির সৌজন্যে বাংলা দেখেছে ১১ হাতের মা দুর্গা। কলকাতা পুরসভার সৌজন্যে 'মায়ের করব স্বহতা সে সোয়াগত' আমন্ত্রণপত্র দেখেছে। এবার মা দুর্গাকে ছাড়াই দুর্গাপূজোর আমন্ত্রণপত্র দেখল বাঙালি।

গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, বেপাত্তা স্বামী

প্রতিবেদন : পঞ্চমীর দিন মহিলার রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রতাপপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে সানন্দা বারিক (৩৮) নামে ওই গৃহবধূর রক্তাক্ত নিখর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই মৃত্যুর স্বামী মদনমোহন বারিক নিখোঁজ থাকায় বিষয়টি নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এটি সুপরিচিন্তিত খুন। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই এই বিষয়ে স্পষ্ট জানানো যাবে।



■ কালীঘাট মিলন সংঘের দুর্গা প্রতিমা। এই পূজোর উদ্বোধন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।



■ পঞ্চমীর সন্ধ্যায় আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পূজোর উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজি সৌরভানন্দ মহারাজ।



■ রামমোহন সম্মিলনীর দুর্গা প্রতিমা। এবারের থিম উত্তম একাই ১০০। রয়েছেন কুণাল ঘোষ-সহ সদস্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশের ভিলেন

যত দিন যাচ্ছে তত পরিষ্কার হচ্ছে বিজেপি ভয় পেয়েছে। এতটাই ভয় পেয়েছে বিরোধী আন্দোলনে যে, যেখানেই প্রতিবাদ সভা কিংবা কর্মসূচি করা হচ্ছে সেখানেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। প্রথমে যন্ত্রের মন্ত্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞা। তারপর বৃহস্পতিবার কন্ট প্লেস এবং সেন্ট্রাল পার্ক। দু'দিন ধরে বন্ধের নির্দেশ। অর্থাৎ কোনও মিছিল-মিটিং-সভা করা যাবে না। লক্ষ্য একটাই, যেমন করে হোক তরুণ প্রজন্মের কর্মসূচি বন্ধ কর। বিরোধীদের আন্দোলন যেভাবে হোক বন্ধ করার নির্দেশিকা। নিশ্চিতভাবে আজ এই দুই জায়গা পুলিশ আর আধাসেনায় মুড়ে ফেলা হবে। প্রতিবাদীদের উপর হামলা হবে, গ্রেফতার হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের টুটি চিপে ধরার সব ধরনের ব্যবস্থা। গণতন্ত্রকে হত্যা করা। ভোটচুরি করে মোদি-শাহ আর জ্ঞানেশ দেশের নতুন ভিলেন। জ্ঞানেশকে বাঁচাতে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ। কিন্তু এভাবে কি বিরোধী কণ্ঠস্বর বন্ধ করা সম্ভব? ১৩ কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়েছে এই সরকার। ইআরওদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সীমা খান্নার সফটওয়্যারের কাসাসজিতে ধরা পড়ে গিয়েছে ভোটচোর বিজেপি। ভোটচুরি প্রথম ধরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনে গিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে নিজে সওয়াল করেছেন। আজ দেশের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় চক্রান্ত হচ্ছে। ৯২ লক্ষ মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে এলাকা ধরে ধরে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতেই বিজেপি জিতেছে বিহারে, হরিয়ানায়, দিল্লিতে, মহারাষ্ট্রে, মধ্যপ্রদেশে। সংখ্যাগরিষ্ঠ খুব কম হলেও প্রথম ভোটচুরি হয়েছে গোয়ায়। ৯৭ জনকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। মানুষ বুঝে গিয়েছেন বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে জয়ের কাসাসজি। যত নিষেধাজ্ঞা বাড়বে, আন্দোলনের ঝাঁজ তত বাড়বে। ক্ষমতা থাকলে প্রতিরোধ করুক ভারতীয় জনতা পার্টি।



পরিবারের নাম ট্রাইব্যুনালে থাকলে কী হবে?

নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটাররা ফর্ম-৬ পূরণ করে নতুন করে নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু আবেদনকারীর পরিবারের কোনও সদস্যের নাম যদি এখনও ট্রাইব্যুনালে বা বিচারাধীন অবস্থায় থাকে, সেক্ষেত্রে ওই পরিবারের সদস্য নতুন করে ফর্ম-৬ দিয়ে আবেদন করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে নির্দেশিকায় স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নেই। ফলে স্বস্তির পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে এসআইআর পর্বে মৃত, স্থানান্তরিত, অনুপস্থিতসহ বিভিন্ন কারণে লাখ লাখ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরে প্রকৃত ভোটারের একাংশের নামও তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। বাকিদের প্রথমে ‘আনম্যাপড’ এবং পরবর্তীতে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-র আওতায় নোটিশ দিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলেও কয়েক লক্ষ ভোটারকে ‘ডিলিটেড’ এবং ‘বিচারাধীন’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হাজার হাজার ভোটারের নাম প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারার কারণে ‘অবৈধ ভোটার’ হিসেবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এবার সেই বাদ পড়া ভোটারদের জন্যই নতুন করে সুযোগ তৈরি করল কমিশন। ১ অক্টোবরের নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, এসআইআরের আগে ভোটার তালিকায় নাম থাকা, কিন্তু বর্তমানে তালিকায় নেই, এমন ভোটারদের বিএলওরা চিহ্নিত করবেন। এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের বর্তমান অবস্থা যাচাই করা হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যোগ্য হলে তাঁর মাধ্যমে ফর্ম-৬ পূরণ করিয়ে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে। একইসঙ্গে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাদ পড়া, প্রথমবারের এবং তরুণ ভোটারদেরও ফর্ম-৬ পূরণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২৯ সেপ্টেম্বরের নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছিল, ‘আনম্যাপড’ বা ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-র কারণে নোটিশ পাওয়া ব্যক্তিদের থেকে বিএলওরা বাড়ি গিয়ে নথি সংগ্রহ করে পোর্টালে আপলোড করবেন। সাধারণভাবে তাঁদের দপ্তরে শুনানির জন্য ডাকতে হবে না। তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ইআরও কিংবা এইআরওর সিদ্ধান্তে অনলাইনে শুনানি হতে পারে। কিন্তু আবেদনকারীর পরিবারের কোনও সদস্যের নাম যদি এখনও ট্রাইব্যুনালে বা বিচারাধীন অবস্থায় থাকে, সেক্ষেত্রে ওই পরিবারের সদস্য নতুন করে ফর্ম-৬ দিয়ে আবেদন করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে নির্দেশিকায় স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নেই। ফলে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে। — শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagobangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দেখতে চাই, এবার
কী করেন মোদিজি

গণতন্ত্রের সংকট শুরু হয় তখনই, যখন মানুষ ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের আগেই নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করে। সেই সংকট এখন ভারতে। লিখছেন **তানিয়া রায়**

২০০১ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর থেকে আজ প্রধানমন্ত্রী— গত ২৫ বছরে একের পর এক রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে পড়েছেন। কখনো গুজরাত দাঙ্গা, কখনো অমিত শাহের গ্রেপ্তারি, কখনো নোটবন্দি, কখনো কোভিডের বিপর্যয়, কখনো কৃষক আন্দোলন। প্রতিবারই বিরোধীদের আক্রমণ সামলে ফিরে এসেছেন। কখনো রাজনৈতিক ক্ষতি মেরামত করে, কখনো—বা আরও শক্তিশালী হয়ে। কিন্তু এবারের সংকট অন্য রকম! এই সংকট শুধু মোদির জনপ্রিয়তা, সরকারের ব্যর্থতা কিংবা

নিজের নেতৃত্বের কর্তৃত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে মোদি এমন কোনও প্রকাশ্য দুর্বলতা দেখাননি, যাতে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বড়ো প্রশ্ন তৈরি হয়।

আসলে মোদি সরকারের রাজনৈতিক কৌশলের একটি পরিচিত দিক হল— বিতর্কের ক্ষেত্রে না থেকে সময়কে নিজের পক্ষে কাজে লাগানো। তীব্র সমালোচনা কিছুদিন চলুক, সংবাদমাধ্যমে নতুন ঘটনা আসুক, বিরোধীদের মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরুক— তারপর ধীরে ধীরে পুরনো বিতর্কের তীব্রতা কমে যাবে। এই কৌশল অতীতে



বিরোধীদের রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে নয়। প্রশ্ন উঠছে সেই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে, যার উপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো মৌলিক অধিকার— ভোট! ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিতর্ক নিছক একজন সাংবিধানিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা নয়। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি হলে তার অভিঘাত কোনও একটি নির্বাচন বা কোনও একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আটকে থাকে না। আঘাত লাগে গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর। এখানেই মোদি সরকারের অস্বস্তির কারণ।

নোটবন্দির সিদ্ধান্তে অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। জিএসটি চালু করাও সহজ ছিল না। উরি ও পুলওয়ামা হামলার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রচার তীব্র হয়।

শেষ পর্যন্ত বিজেপি ২০১৪ সালের চেয়েও বেশি আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফেরে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। সরকার গড়তে জোটসঙ্গীদের উপর নির্ভর করতে হয়। তবু পরবর্তী সময়ে জোট সরকার পরিচালনা এবং

বহুবার কার্যকর হয়েছে। গুজরাত দাঙ্গার পর রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন, নোটবন্দির ধাক্কা সামলে নির্বাচনী সাফল্য, কৃষক আন্দোলনের পরে তিন কৃষি আইন প্রত্যাহার— প্রতিটি ক্ষেত্রের বাস্তবতা অব্যবহালা। কিন্তু মোদির কৌশল ছিল পরিস্থিতি বুঝে পিছিয়ে আসা, আক্রমণাত্মক হওয়া অথবা নতুন রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করা। এত দিন পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের মূল রহস্য ছিল এটাই।

এত দিন বিরোধীরা অভিযোগ তুললে সরকার সহজেই বলতে পারত, এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিরোধীরা ক্ষমতায় ফিরতে চায়, তাই নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করছে। কিন্তু অভিযোগের সূত্র যখন নির্বাচন কমিশনের অন্দরেও পৌঁছায়, তখন সেই যুক্তি দিয়ে সব প্রশ্ন থামিয়ে দেওয়া কঠিন। এবার প্রশ্ন শুধু নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নয়। প্রশ্ন উঠছে, এই কমিশনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক দায় কার?

কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি বদল, নিয়োগের নির্বাচকমণ্ডলী থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া এবং সেখানে সরকারের আর এক প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছে। সমালোচকদের আশঙ্কা, এর ফলে

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রভাব বেড়েছে। ফলে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে— যে প্রতিষ্ঠানের সরকারের উপর নজর রাখার কথা, সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের প্রভাব কতটা থাকা উচিত?

ভোটার তালিকা নির্ভুল রাখা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভুলো নাম বাদ দেওয়া, মৃত ভোটারের নাম সরানো কিংবা যোগ্য ভোটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা— এসব কাজে আপত্তির কারণ নেই। বরং স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা অবাধ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। কিন্তু সেই কাজের পদ্ধতি যদি বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে, যদি বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, যদি নোটিশ ও শুনানির প্রক্রিয়া মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, তা হলে কমিশনের আরও বেশি স্বচ্ছ হওয়া উচিত। একজন প্রকৃত ভোটারের কাছে ভোটাধিকার কেবল কাগজে লেখা কোনো অধিকার নয়। এটি নাগরিক হিসাবে তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি। তালিকায় নাম না থাকলে সেই অধিকার প্রয়োগের সুযোগই হারিয়ে যেতে পারে। এজন্য নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থাও নড়ে যায়।

নরেন্দ্র মোদি গত ২৫ বছরে বহু রাজনৈতিক ঝড় সামলেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় থাকা আর প্রতিষ্ঠানগুলির উপর মানুষের বিশ্বাস ধরে রাখা এক জিনিস নয়। এই কারণেই জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিতর্ককে শুধু মোদি-বিরোধী রাজনীতির আর একটি অধ্যায় হিসাবে দেখা ভুল হবে। আসল প্রশ্ন, একজন ব্যক্তি বা একটি দলের চেয়েও বড়ো ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা কি এমন আস্থা ধরে রাখতে পারছে, যাতে পরাজিত দলও ফল মেনে নিতে পারে এবং বিজয়ী দলও নিজের জয়কে প্রশ্নাতীত বলে দাবি না করে?

বহুবার মোদি রাজনৈতিক লড়াইকে ‘দেশপ্রেম বনাম দেশবিরোধিতা’, ‘জাতীয়তাবাদ বনাম বিচ্ছিন্নতাবাদ’ কিংবা ‘ভারত বনাম পাকিস্তান’— এই ধরনের দ্বন্দ্বের কাঠামোয় তুলে ধরেছেন। এতে মূল রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে মানুষের মনোযোগ সরিয়ে পরিচয় ও আবেগের প্রশ্নকে সামনে আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেই কৌশল কতটা কার্যকর হবে? এই রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রশ্ন শুধু কে সরকার চালাবে, তা নয়। প্রশ্ন হল, মানুষ কি বিশ্বাস করবেন যে তাঁদের ভোটার মূল্য রয়েছে? তাঁরা কি মনে করবেন, তাঁদের ভোটের ভিত্তিতেই সরকার তৈরি হচ্ছে? আর সেই বিশ্বাস রক্ষা করার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানটির উপর তাঁরা আস্থা রাখতে পারবেন?

যে নাগরিক জানতে চাইছেন তাঁর নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কি না, তাঁকে বিদেশি যড়যন্ত্রের কথা বলে কতটা আশ্বস্ত করা যাবে? যে তরুণ জানতে চাইছেন, দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করছে কি না, তাঁর প্রশ্নের উত্তর কি শুধু দেশপ্রেমের বক্তৃতা দিয়ে দেওয়া সম্ভব? এটাই মোদি সরকারের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। এবং সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রতিদিন মোদি ও তাঁর সহযোগীরা হেঁচট খাচ্ছেন। এটা তাঁদের কতটা দূরবস্থার কারণ হয়, সেটাই দেখার।

পূজোর সময় বেরিয়ে প্রতি বছরই
শিশুদের কমবেশি হারিয়ে যাওয়ার
ঘটনা ঘটে। তাদের খুঁজে পেতে
বিশেষ উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের।
চালু হল বিশেষ হেল্পলাইন ও
বিশেষ ব্যান্ডের ব্যবস্থা

রাজ্য ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১০,১৭৭ জন প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও চূড়ান্ত গাফিলতি মাশুল চোকাচ্ছে গ্রাম বাংলার মানুষ

প্রতিবেদন : অপদার্থ বিজেপি সরকারের চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং চূড়ান্ত গাফিলতির মাশুল আজ চোকাচ্ছে বাংলার গ্রামীণ মানুষ। ডেঙ্গি একসময় মূলত শহরকেন্দ্রিক রোগ বলে পরিচিত থাকলেও, বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কঙ্কালসার দশার কারণে তা গ্রামের পর গ্রামে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সরকারি পরিসংখ্যানই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই বছর প্রথমবার রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তদের অর্ধেকেরও বেশি, অর্থাৎ ৫১ শতাংশই গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

চলতি বছরের শুরু থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,১৭৭ জনে। শুধু আক্রান্ত হওয়াই নয়, ডেঙ্গির বলি হওয়া মানুষদের মধ্যে ৬৪ শতাংশের বাড়িই গ্রামে। অপদার্থ প্রশাসনের নজরদারির অভাবে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ আজ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছেন। পরিসংখ্যান বলছে, মৃতদের মধ্যে ৪২ শতাংশের বয়স ৪৬ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে এবং ৩৫ শতাংশের বয়স ৪৫ বছরের নিচে। অর্থাৎ, অকালমৃত্যুর এই যে মিছিল, তার সম্পূর্ণ দায় এই ব্যর্থ সরকারের।

সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদে, যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই দু'হাজার



পার করে ফেলেছে। এর পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া এবং পূর্ব বর্ধমানের গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডেঙ্গির সংক্রমণ বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে। পরিস্থিতি যখন এতটা হাতের বাইরে, তখন ডেঙ্গির প্রকৃত চিত্র আঁড়াল করতে সরকার পরীক্ষার সংখ্যাও কমিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। গত বছর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত যেখানে ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৯৬টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল, সেখানে এ বছর একই সময়ে পরীক্ষা হয়েছে মাত্র ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫১১টি।

সরকার নিজেদের গাফিলতি ঢাকতে বরাবরের মতোই সাধারণ মানুষের ঘাড়েই দায় চাপাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ভবনের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার নামে দাবি করা হচ্ছে যে, গ্রামাঞ্চলে যত্রতত্র প্লাস্টিকের ব্যাগ, কৌটো, বালতি ও টিনের পাত্র ফেলে রাখা, ফ্রিজ বা কুলারের জল নিয়মিত না বদলানো, অব্যবহৃত কুয়ো এবং রাস্তার খানাখন্দ নাকি মশার প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। প্রশ্ন হল, প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তাহলে কী করছে? মশা দমনের ন্যূনতম কাজটুকুও করতে না পেরে এখন সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব বলে দায় এড়ানোর এক নির্লজ্জ খেলা চলছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত পুরসভা ও জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে এবং উৎসবের মরশুমে নজরদারির ফাঁপা বুলি আউড়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় নিজের দায় বেড়ে ফেলতে চাইছেন। প্রতিদিন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল থেকে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও, বাস্তবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। বিজেপি সরকারের এই চরম ব্যর্থতা ও উদাসীনতার কারণেই আজ শহর ছাড়িয়ে গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে ডেঙ্গির মারণ থাবা পৌঁছে গেছে, আর মানুষ তার চরম মূল্য চোকাচ্ছে।

মেলেনি বেতন-বোনাস, চাপ দিয়ে চালু হল ফেরি সার্ভিস

প্রতিবেদন : তারিখ পে তারিখ। পূজোর মুখেও বকেয়া বেতন, বোনাস কিছুই মিলল না। আশ্বাসই সার। ফের দু'দিনের অপেক্ষা। বুলে রইল হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির দু'মাসের বেতন ও বোনাস। চতুর্থী থেকে অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ ছিল ফেরি সার্ভিস। চাপ দিয়ে তা খোলানো হল। কিন্তু তাঁদের দাবি মানা হল না। পূজোর মুখে দিশেহারা কর্মীরা।

কর্মীদের বকেয়া বেতন মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাঁদের চিন্তা এভাবে সংসার চলবে কীকরে? খাবেন কী? পূজোয় স্ত্রী-সন্তানদের কী কিনে দেবেন? সবকিছুই অনিশ্চিত।

প্রসঙ্গত, দু'মাসের বকেয়া বেতন এবং পূজোর বোনাস না পাওয়ার অভিযোগে বুধবার থেকে অনিদিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন ফেরিঘাটের কর্মীরা। আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। কাজ না হওয়ায় তাঁরা অনিদিষ্টকালের জন্য ফেরি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এর জেরে নদীপথে যাত্রী পরিবহণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। প্রিন্সেপ ঘাট, আর্মেনিয়ান ঘাট সহ ১৪টি রুটে ফেরি সার্ভিস বন্ধ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলির লঞ্চ বন্ধ হতেই চাপে পড়ে সরকার। তড়িঘড়ি বেতন দেওয়ার কথা জানায়। তবে দু'দিনের সময় নিয়ে শুধু আশ্বাসই দেওয়া হল।



উল্টে গেল ডিজেল ট্যাক্সার, চরম ভোগান্তি

প্রতিবেদন : উৎসবের সকালে বড়সড় বিপত্তি উত্তর ২৪ পরগনার যশোর রোডে। পঞ্চমীর সকালে বিরাটের বাঁকড়া মোড়ের কাছে একটি জ্বালানি-বোঝাই তেলের ট্যাক্সার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার তীব্রতায় ট্যাক্সারটি ফেটে গিয়ে হাজার হাজার লিটার ডিজেল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। যশোর রোডের একটি বড় অংশ জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন পূজোমুখী সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়



এয়ারপোর্ট ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীরা। ট্যাক্সারের চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ডিজেল ভর্তি ট্যাক্সারটি কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বারাসতের দিকে যাচ্ছিল। দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় বিরাটের বাঁকড়া মোড় পার করার সময় ট্যাক্সারটির সামনের চাকা ফেটে যায় এবং চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। গাড়িটি সজোরে রাস্তার ধারের ডিভাইডার ও গার্ডওয়ালে ধাক্কা মেরে মাঝরাস্তাতেই উল্টে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। দুর্ঘটনার পরেই জ্বালানি তেল ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তা তেলে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বালি ছড়ানোর পরেও বিপত্তি কমেনি, ওই বালির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একের পর এক মোটরসাইকেল ও স্কুটার আরোহী পিছলে পড়ে জখম হন।

বর্ষা বিদায় নিলেও রাজ্য জুড়ে পূজোয় চলবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : পূজোর আনন্দে বড়সড় বাধার আশঙ্কা আপাতত কম। বর্ষার বিদায় হলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলতে থাকবে। পূজোতেও বজায় থাকবে বৃষ্টির আবহ। যদিও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পঞ্চমীর দিন সকাল থেকেই কলকাতায় মেঘমুক্ত রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ থাকলেও বিকেলের পর বৃষ্টি নামে। স্থান বিশেষে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি



হয়। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আজও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরম অনুভূত হবে। কলকাতায় আকাশ মেঘলা থাকবে, সঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গে মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের সবেচ্ছি তাপমাত্রা প্রায় ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা। যষ্ঠীতে

আংশিক মেঘলা থাকবে কলকাতার আকাশ। কিছু জায়গায় বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। সপ্তমীতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রবাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে অষ্টমী থেকে এই পরিস্থিতি অনেকটাই কাটবে। আকাশ মেঘলা হলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই। উত্তরবঙ্গেও অষ্টমীর দিন থেকে একাদশী পর্যন্ত আবহাওয়া সম্পূর্ণ শুকনো থাকবে। সপ্তমীর দিনে পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে।



■ হাওড়ার বেলুড়ের বি কে পাল সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে দুই তারকা হোসে ব্যারেটো ও অ্যালভিটো ডি কুনহা।

নেপথ্যে ভাগাভাগির অঙ্ক তুমুল কোন্দল বিজেপিতে

সংবাদদাতা, বারাসত : ফের ক্ষমতা দখলের রাজনীতি! রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু করেছে বিজেপি। এবার তাদের গোষ্ঠী-কোন্দলো আবার উত্তপ্ত বারাসত। বারাসত মাছের আড়তে বেলচা, মাল লোডিং আনলোডিংয়ের ছক ও লাঠি নিয়ে দু'পক্ষের মারধর। গভগোলের মধ্যেই উড়ে আসে মাছের ক্যারেট। রাজা সাহানি ও মানস দাস এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলে এই সংঘর্ষ। মাছের আড়ত অর্থাৎ কাঁচা টাকার ছড়াছড়ি। স্বাভাবিক ভাবেই এই আড়ত কার দখলে থাকবে এবং বিগত কমিটির ছেড়ে আসা ৯৬ লক্ষ টাকা নিয়েই মূলত এই গভগোল। বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বর্তমানে প্রাক্তন সভাপতি রাজীব পোদ্দারের অনুগামী মানস দাস আড়তের নতুন কমিটির সম্পাদক হয়। পরবর্তীতে বিজেপির জেলা সভাপতি বদলের পর থেকেই সমস্যা বাড়তে থাকে। বিজেপির অন্তরে অভিযোগ উঠেছিল ওই ৯৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করতে চাইছে মানস দাস ও তার অনুগামীরা। বুধবার সেই টাকা ও নতুন করে কমিটিতে বারাসত সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক রাজা সাহানি কয়েকজনকে কমিটিতে যোগ করানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। সেই আলোচনার মধ্যেই শুরু হয় উত্তপ্ত বাকবিনিময় এবং ক্রমান্বয়ে তা মারামারিতে পরিণত হয়।

বারাসত



১৬ অক্টোবর
২০২৬

শুক্রবার



16 October, 2026 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজোর বাজার সেরে বাড়ি ফেরার
পথে মাঝরাস্তাতেই তরুণীকে পিষে
দিল ট্রাক। পঞ্চমীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা
বনগাঁয়। সাইকেলে করে বাড়ি
ফিরছিলেন দেবগড়ের বাসিন্দা
প্রিয়াঙ্কা রায় (২০)

গঙ্গাসাগরের গোবিন্দপুরে চটের দুর্গা প্রতিমা এল নৌকায় চড়ে

সংবাদদাতা, সুন্দরবন: গঙ্গাসাগরে নৌকায় করে এল চটের তৈরি দুর্গা প্রতিমা। শাস্ত্র ও লোককথার চিরাচরিত ধারা মেনে গঙ্গাসাগরের গোবিন্দপুর লিটল স্টার সংঘের দুর্গা প্রতিমা আনা হয় নদীপথে। নামখানা থেকে বিশেষ জলযানে (নৌকায়) করে প্রতিমা নিয়ে দীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করে। গোবিন্দপুর ঘাটে পৌঁছন দেবী। ঘাটে উপস্থিত শত শত গ্রামবাসী শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও ঢাকের বোলে মা দুর্গাকে বরণ করে মণ্ডপে নিয়ে যান।

এগারোতম বছরে পা দেওয়া এই পুজো কমিটির এ বছরের প্রধান আকর্ষণ পরিবেশবান্ধব শৈল্পিক প্রতিমা। নামখানার শিল্পীদের নিখুঁত কারুকার্যে মাটির ব্যবহারের পাশাপাশি প্রতিমা তৈরিতে মূলত ব্যবহৃত হয়েছে চটের দড়ি। চটের সুক্ষ্ম বুনন দিয়ে তৈরি হয়েছে



দেবীর বসন ও অলঙ্কার, যা পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় লোকশিল্পকে তুলে ধরেছে। প্রতিমার পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জায় এক স্পর্শকাতর সামাজিক বার্তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ বছরের মূল থিম—বুদ্ধাশ্রম ও প্রবীণ বাবা-মায়ের একাকিত্ব। আধুনিক যুগে বয়সের শেষ প্রান্তে বাবা-মায়ের অন্তর্বেদনা ও বুদ্ধাশ্রমের একাকী জীবনকে

মণ্ডপের ভিতরের শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। দর্শনার্থীদের মনে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে এই থিমের ভাবনা। মণ্ডপ সাজানো ও আধুনিক আলোকসজ্জার কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। নদীপথে প্রতিমার আগমন, চটের নান্দনিক রূপটান এবং অর্থবহ সামাজিক বার্তা—সব মিলিয়ে গঙ্গাসাগরের এই দুর্গাপুজো এবার দর্শনার্থীদের বিশেষ নজর কাড়তে চলেছে।

আসবাবপত্রের গুদামে আগুন

প্রতিবেদন : পুজোর মুখে হুগলির এক আসবাবপত্রের গোড়াউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে গেল গোড়াউনে রাখা সমস্ত আসবাবপত্র। বৃহস্পতিবার বেলা ১টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গোড়াউনে আগুন দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে, ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। জানা যায়, হুগলি মোড়ের লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ নামে এই আসবাবপত্রের দোকানে আগুন লাগে। স্থানীয়রা সবার আগে দেখতে পেয়ে খবর দেয় গোড়াউনের মালিককে। ঘটনাস্থলে দমকলবাহিনী যতক্ষণে পৌঁছয় ততক্ষণে গোড়াউন জ্বলেপুড়ে ছাই। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী। পুজোর মুখে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার সামগ্রী পুড়ে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়লেন আসবাবের দোকানের মালিক। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।

দেশ বিজেপির সম্পত্তি নয়

(প্রথম পাতার পর) আর এই সব কিছুর পর, আপনি আপনার সরকারের কাছে কী আশা করেন? অভিষেক নিজেই এর জবাব দিয়ে লেখেন, একটি শালীন জীবন। একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ, মৌলিক নিরাপত্তা এবং সুশাসন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—কথা বলা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ভোট দেওয়ার অধিকার।

তৃণমূল সাংসদের মতে, দৃশ্যত, এতটুকু চাওয়াও যেন অতিরিক্ত কিছু চাওয়া। আপনি শাস্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদও করতে পারবেন না। পরিণতির কথা চিন্তা না করে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বাধীনভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না। দেশের শত্রু তকমা না পেয়ে আপনি সরকারকে প্রশ্ন করতে পারবেন না।

ককরোচ জনতা পার্টির শুক্রবারের কনট প্লেসের কর্মসূচি নিয়ে দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, তরুণ ভারতীয়রা পুলিশের পদক্ষেপের মুখোমুখি না হয়ে তাদের নিজেদের জাতীয় রাজধানীতে জাতীয় পতাকা পর্যন্ত ওড়াতে পারছে না।

পাশাপাশি তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, অন্ধিতা ভাণ্ডারী বাবা-মা, যাঁরা তাঁদের মেয়ের জন্য বিচার চাইছিলেন, তাঁদের ইন্ডিয়া গেট থেকে টেনেহিঁচড়ে জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার কল্পনা করুন একজন অভিভাবকের কথা, যিনি তাঁর মেয়েকে হারিয়েছেন এবং তারপরে কেবল নিজের কথাটুকু শোনানোর জন্য তাঁকে সিস্টেমের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে।

এর পরে মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে অভিষেক বলেন, যখন আপনি অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন যে যথেষ্ট হয়েছে এবং ব্যালটের মাধ্যমে এই সরকারকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে, তখন আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার ভোটও চুরি করা হচ্ছে।

বিজেপিকে কটাক্ষ করে তৃণমূল সাংসদ বলেন, এমনকী ভগবান রামের নামে দেওয়া অনুদানের ক্ষেত্রেও তহরুপের অভিযোগ উঠেছে। আর এরাই হল সেই সমস্ত মানুষ, যারা বছরের পর বছর ধরে ভারতের বাকি অংশকে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এবং ধর্ম নিয়ে লেকচার দিয়ে কাটিয়েছে।

এরপর কেন্দ্রের মোদি সরকারের সমালোচনা করে সকলের উদ্দেশ্যে অভিষেক লেখেন, ওরা আপনার কর এবং আপনার নীরবতা চায়। শুধু আপনার প্রশ্নগুলো চায় না। বিজেপি মাত্র ২৪০টি আসন নিয়ে এই দেশের সাথে যা করেছে, তা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন। সংবিধানকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলো আজ তাদের স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আর মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে ক্রমবর্ধমানভাবে ক্ষমতাসীনদের দ্বারা প্রদত্ত বিশেষাধিকার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরে অভিষেক সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে পরবর্তী নির্বাচন সবকিছু সমাধান করে দেবে। কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং জ্ঞানেশ কুমার ও সীমা খান্নার মতো আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের কারণে, নাগরিকরা কি আস্থা রাখতে পারেন যে প্রতিটি ভোট সুরক্ষিত থাকবে ও সঠিক গণনা হবে?

তৃণমূল সাংসদের স্পষ্ট বক্তব্য, যে সরকার প্রশ্নকে ভয় পায়, প্রতিবাদ স্বত্ব করে দেয় এবং ভিন্নমতকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে, সেই সরকারের ভারতীয়দের দেশপ্রেমের পাঠ দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। এই দেশের মানুষ কোনও প্রজা নয় এবং ভারত কারওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মনে রাখবেন, সংবিধান নাগরিকদের ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের প্রশ্ন করার অধিকার দেয়। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের নাগরিকদের কণ্ঠস্বর করার অধিকার দেয় না।

হলফনামা চক্রান্ত (প্রথম পাতার পর)

নামানো হয়েছে তাদের সাহায্য করতে। সমস্ত থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্তত এক হাজারটি করে কোর্ট পেপার তুলতে। নিজের নিজের থানা এলাকায় কাউকে দিয়ে এই কোর্ট পেপার তোলাতে হবে। তারপরে সেগুলো ফিলাপ এবং নোটারি করে জমা করতে হবে। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের অভিযোগ, এই কাজটা থানা থেকে করা হচ্ছে। গোটা প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে বিজেপি-শুভেন্দুর গেম প্লানে। একাধিক এসপি অফিস, ডিএম অফিস, প্রশাসনিক দফতরগুলি, থানার কোনও আধিকারিকদের দিয়ে অনায়্যভাবে কাজটি করানো হচ্ছে। কুণালের বক্তব্য, বুঝে নিতে হবে কারা এই কাজ করার জন্য অর্থ দিচ্ছে। তৃণমূল বিধায়ক বলেন, এই গুরুতর অভিযোগ পুলিশ এবং রাজনৈতিক সূত্র থেকে আসছে। ইতিমধ্যেই খবর এসেছে এক পুলিশ আধিকারিক গুচ্ছ-গুচ্ছ কোর্ট পেপার তুলেছেন এবং নোটারির এক অফিসারকে বলা হয়েছে স্ট্যাম্প মেরে দিতে, ফিলাপ পরে হবে। অর্থাৎ ভোটার লিস্ট দেখে ঘরে বসে ভুল তথ্য দিয়ে সংখ্যা বাড়ানো হবে। যে ব্যক্তির নামে এফিডেভিট ফর্ম থাকবে, তিনি জানতেও পারবেন না। কারণ, গুচ্ছ গুচ্ছ কাগজ জমা দেওয়ার পর সেগুলো বেছে যাচাই করা সম্ভব হবে না।

যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা দলীয় কার্যালয়ে বসে নিয়ম মেনে এফিডেভিট ফর্ম পূরণ করছেন, সেখানে বিজেপি-র গেমপ্লানকে সফল করতে অরুণ রায়ের নেতৃত্বে গদ্যার শিবিরের হয়ে কাজটা করে দিচ্ছে পুলিশ। এটা পরিষ্কার, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জ্ঞানেশ কুমারকে দিয়ে ভোটার লিস্টে কারচুপির পর এখন জাল-ভুয়া হলফনামা জমা দেওয়ার কাজ চলছে।



■ রাজস্থানের যোধপুরের আইআইটি ক্যাম্পাসের দুর্গা প্রতিমা। এই পুজোতে নবরাত্রিতে চলছে রামলীলা। অনুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রবিন্দু দশেরা।

ক্ষমা চেয়ে নিন মন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার খানাখন্দ ভরছে না, উনি রাস্তা রং করছেন। বাইকগুলো উড়ালপুলের ওপর স্কিড না করে নামার সময় পড়লে কী হাল হত? কোথায় গিয়ে ছটকে পড়ত? এটা কি ছেলেমানুষি হচ্ছে? রাস্তায় কী হবে তা রাজনৈতিক ব্যক্তির বলবেন? টেকনিক্যাল লোকেরা বলবেন। এই দুর্ঘটনার দায় কে নেবে? সাধারণ মানুষের করের টাকায় রাস্তা রঙ হয়েছিল। মোট কত খরচ হয়েছে? চিংড়িঘাটার মতো উড়ালপুলে আবার স্পিড ব্রেকার!

রাস্তার নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করে শুধুমাত্র খামখেয়ালিপনা কেন করছেন? প্রশ্ন তোলে বিধায়ক। তাঁর দাবি, এর দায় নিতে হবে সরকারকে। তাদের উচিত ক্ষমা চাওয়া। পুলিশের উচিত এফআইআর করা।

প্রসঙ্গত, চিংড়িঘাটা রাতভর উড়ালপুল বন্ধ রেখে বসানো হয় হলুদ রঙের রোড ক্যাটস আইগুলি। ১০ মিটার অন্তর বসানো হয়েছে সেগুলি। বুধবার রাতভর এই কাজ হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে সেই ছবি।

এবার কনট প্লেসে নিষেধাজ্ঞা

(প্রথম পাতার পর) পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে থ্রেফতার হন সিজেপি নেতা সৌরভ দাস, আশুতোষ রায়। পরে তাঁদের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। জাতীয় পতাকা ওড়ানো অপরাধ নয়—প্রমাণ করতে সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে শুক্রবার ফের পথে নামার ডাক দিয়েছেন। কনট প্লেসের সামনে ‘তেরঙা ওড়াও’ অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন তিনি। তার আগে বৃহস্পতিবার সেই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন দীপকে। তিনি বলেন, যুবসমাজ, দেশপ্রেমী এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে আর্জি জানাই, আগামী কাল এসে তেরঙা ওড়ান। আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের উপরে উঠে এক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

পাশাপাশি বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশ দিল্লি হাইকোর্টকে জানিয়েছে যে, শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে ককরোচদের প্রস্তাবিত কর্মসূচির আগে সম্ভাব্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নবরাত্রি এবং দশেরা উৎসবের মরশুমে ব্যবসা বিঘ্নিত হওয়া এবং জীবিকার ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করে পালিকা বাজারের এক ব্যবসায়ী আবেদনের শুনানির সময় ওই ‘আশ্বাস’ দেওয়া হয় দিল্লি পুলিশের তরফে। দিল্লি পুলিশের তরফে ‘তেরঙা ওড়াও’ কর্মসূচির বিরুদ্ধে নির্দেশ জারির আর্জি জানানো হলেও তা খারিজ করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। পুলিশের বক্তব্য নথিভুক্ত করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিতিন ওয়াসুদেও সাস্বে এবং বিচারপতি সঞ্জয় শর্মার বেষ্ট জানিয়েছে, আবেদনের পরবর্তী শুনানি হবে ৩ নভেম্বর। কিন্তু তার পরেও দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে সিজেপির কর্মসূচির জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বৃহস্পতিবার দীপকে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী-সমর্থকদেরও উদ্দেশ্যেও বার্তা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নেত্রী নেহা বোরা, প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ ও অভিনেতা প্রকাশ রাজের সঙ্গে একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে দীপকের প্রশ্ন—জাতীয় পতাকা ওড়ানো হলে দিল্লি পুলিশের এত সমস্যা কেন?

এদিকে রাজধানীতে জ্ঞানেশ কুমার-হঠাৎ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার অপরাধে অক্টোবরের মধ্যে বলি তারকা অভিনেতা ইমরান খানকে দেশ ছাড়ার ফতোয়া জারি করেছে মুম্বই পুলিশ। যা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে কড়া সমালোচনা শুরু হয়েছে। গত ১০ অক্টোবর রাজধানীতে জ্ঞানেশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে আটক হন অভিনেতা ইমরান। ১১ অক্টোবর থানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পরই ইমরান ও অন্যদের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের গাঁওদেবী থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়। আর এবার দেওয়া হল দেশ ছাড়ার নোটিশ। ইমরান জন্মসূত্রে একজন মার্কিন নাগরিক এবং তাঁর কাছে আমেরিকার পাসপোর্ট রয়েছে, এমনই অভিযোগ তোলে বিজেপি। তার পরই তাঁর উদ্দেশ্যে ফতোয়া জারি করল পুলিশ।

আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া
চা-বাগানে হাতির তাণ্ডব।
বৃহস্পতিবার বিকেলে
পাঁচটি হাতি চা-বাগানে ঢুকে
পড়ে। কিছুক্ষণ তাণ্ডব
চালিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়

রাজ্যের মিথ্যাচার, পঞ্চমীতেও বোনাস হল না সাত চা-বাগানে, সমস্যা ৬ হাজার শ্রমিক

প্রতিবেদন : ফলাও করে ঘোষণা হয়েছে।
দফায় দফায় হয়েছে বৈঠকও। এরপরও
পঞ্চমীতেও বোনাস পেলেন না সাতটি চা-
বাগানের শ্রমিক। শুভেন্দু অধিকারীর মিথ্যাচার
নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন চা-
শ্রমিকরা। সময়মতো বোনাস না পাওয়ায়
পুজোয় ৬ হাজার শ্রমিকের ঘরে নেমে এসেছে
অস্বস্তি। জয়বীরপাড়া, বীরপাড়া, হান্টাপাড়া,
গ্যারগেভা, ধুমচিপাড়া, তুলসিপাড়া, ডিমডিমা
সাতটি চা-বাগানের ৬ হাজার শ্রমিক কাজ
করেন। কোনওবার তাঁদের বোনাসের সমস্যা
হয় নি। রাজ্যে ভোট লুট করে বিজেপি আসার
পরই সমস্যায় পড়েছেন চা-শ্রমিকেরা। ক্ষোভ
উগরে দিয়ে সাত চা-বাগানের শ্রমিকরা
বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা-শ্রমিকদের
জন্য ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া চালু
করেছিলেন। কেন্দ্রের নানা টালবাহানার পরও



তাংর উদ্যোগে মিলিছে বোনাস। কিন্তু এখন
ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে বেড়েছে সমস্যা।
ঠান্ডা ঘরে বসে মন্ত্রী বৈঠক করে প্রতিশ্রুতি
দিচ্ছেন কিন্তু তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। ডিমডিমা
চা-বাগানের বোনাস সমস্যা আবার আরও
একধাপ এগিয়ে গিয়েছে। মারাত্মক অভিযোগ

করেছেন শ্রমিকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, ২০
শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা হলেও
সরকারের তরফে জানানো হয় একেবারে ২০
শতাংশ দেওয়া যাবে না। রীতিমতো দর
কষাকষি চলে। সাড়ে আট শতাংশ দেওয়া হবে
বলা হয়। শ্রমিকরা এই শর্তে রাজি না হওয়ায়
তাঁদের আরও সমস্যায় ফেলা হয় বলেও
অভিযোগ উঠেছে। ক্ষোভ উগরে দিয়ে
শ্রমিকরা বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণাই
সার। এই সরকার আসার পর থেকেই চা-
বাগানের শ্রমিকার সমস্যা পড়েছেন। দিন
দিন সমস্যা আরও বাড়ছে। প্রসঙ্গত, পুজোর
সময় উত্তরবঙ্গের চা বাগান এবং চা শ্রমিকদের
জন্য নবান্ন থেকে বিশেষ ঘোষণা করেছেন
শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি
জানান, চা শ্রমিকদের ২০% বোনাস দেওয়া হবে
কিন্তু তারপরও মিলল না বোনাস।

পাহাড়ি পথে
ট্রেকিংয়ে পাড়ি
রায়গঞ্জের সাত



সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : হিমালয়ান
মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স
অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে
উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি পথে
ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন
রায়গঞ্জের সাত অভিযাত্রী। আগামী
২১ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত
চলবে এই রোমাঞ্চকর অভিযান।
সম্প্রতি রায়গঞ্জের রমেন্দ্রপল্লিতে
সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে একটি
বিশেষ ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানের
মাধ্যমে অভিযাত্রীদের শুভেচ্ছা
জানানো হয়।

নির্ধারিত ভ্রমণসূচি অনুযায়ী,
রায়গঞ্জ থেকে প্রথমে দিল্লি এবং
সেখান থেকে দেহাদুন হয়ে তাঁরা
উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি এলাকায়
পৌঁছবেন। প্রসঙ্গত, 'ভ্যালি অফ
গড' বা ঈশ্বরের উপত্যকা হিসেবে
পরিচিত জনপ্রিয় এবং মনোরম
ট্রেকিং রুট। অতুলনীয় প্রাকৃতিক
সৌন্দর্য এবং দুর্গম পাহাড়ি পথে
ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন
করতেই এই সাত সদস্যের দল
অভিযানে शामिल হয়েছেন। এই
সফল যাত্রাকে ঘিরে সংগঠনের
সকল সদস্যের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ
ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

ব্যান্ডের চর্চায় পরিবর্তন এলেও আবেদন আজও অটুট

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

বাঙালি সংস্কৃতিতে বাংলা ব্যান্ডের উদ্ভাবন
বরাবরই আলাদা স্থান দখল করে রয়েছে।
মহীনের ঘোড়াগুলি থেকে ভূমি বা ফসিলস—
সময়ের সঙ্গে ব্যান্ডের চর্চায় পরিবর্তন এলেও এর
আবেদন আজও অটুট। আর এই খারায় এক নতুন
অধ্যায় যোগ করতে চলেছে রায়গঞ্জের
বীরনগরের একদল শিশুশিল্পী। সঙ্গীত শিল্পী তথা
গিটারিস্ট প্রতীক সরকারের উদ্যোগে গড়া বাংলা
ব্যান্ডের নাম 'জলছবি'। প্রতীক দীর্ঘ দিন থেকে
সঙ্গীত চর্চা করে আসছে। তার মতোই তার ছাত্রছাত্রীরাও যাতে
গানের জগতে এগিয়ে আসে সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে
জানান প্রতীক। এই ব্যান্ডের প্রধান বিশেষত্ব হল এর সদস্যদের
বয়স। কারও বয়স ১০, কারও ১২, আবার কারও বয়স ১৫
বছরের গণ্ডিও পেরোয়নি। পঞ্চম, সপ্তম কিংবা নবম শ্রেণির



এই পড়ুয়ারা পড়াশোনার পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চাকেই তাদের
প্রধান নেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। হাতে গিটার, ড্রামস এবং
অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পুরোপুরি
প্রস্তুত এই খুদে ব্রিগেড। দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই
উৎসবের আনন্দকে আরও সুরেলা করে তুলতে এখন

এক বড় মঞ্চ। বয়সের প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে নিজেদের
প্রতিভার জোরে বাংলা ব্যান্ডের জগতে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি
করতে চায় রায়গঞ্জের এই তরুণ প্রতিভাবানরা। ঢাকের
তালের পাশাপাশি এ বছর পুজোর আনন্দে নতুন সুরের রং
মেশাতে প্রস্তুত 'জলছবি'।

জমিদারি নেই হারিয়েছে জৌলুসও, তবু হয় উমার আরাধনা

সঞ্জয় রায় • বালুরঘাট

সময়ের স্রোতে হারিয়ে গিয়েছে জমিদারি প্রথা। ভগ্নপ্রায়
জমিদার বাড়ির ঠাকুরদালানে এখন আর বসে না
উৎসবের সেই চেনা আসর। পায়রার বাসা আর কালের
ক্ষত বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতীতের সাক্ষী হয়ে।
তবু শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের কাছে হার মানেনি সময়।
জমিদারবাড়ির সেই দুর্গাপুজো আজও বেঁচে রয়েছে
গ্রামবাসীদের নিষ্ঠা, ভক্তি আর উদ্যোগে। দক্ষিণ
দিনাজপুরের তপনের মনোহলিতে এভাবেই প্রজন্মের
পর প্রজন্ম ধরে টিকে রয়েছে দুর্গোৎসবের এক প্রাচীন
ঐতিহ্য। কথিত রয়েছে, ৩০০ বছরেরও বেশি আগে
জমিদার তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের হাত ধরে
শুরু হয়েছিল মনোহলির এই দুর্গাপুজো। পরবর্তীতে
রমেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে
পুজোর ঐতিহ্য আরও ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। একসময়
পুজোর দিনগুলিতে জমিদারবাড়িকে ঘিরে তৈরি হত
উৎসবের আবহ। আশপাশের গ্রামের বহু মানুষ

আসতেন পুজো দেখতে। জমিদারবাড়িতে
অতিথিদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও থাকত। সব
মিলিয়ে দুর্গোৎসব হয়ে উঠত এলাকার মানুষের
মিলনমেলা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলে যায়
ছবিটা। জমিদারি প্রথার অবসান এবং পরিবারের
সদস্যদের অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে ক্রমশ
অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে এই পুজো। একদিকে
জমিদারবাড়ির জৌলুস কমতে থাকে, অন্যদিকে
ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ে ঠাকুরদালান। তবে ঐতিহ্যের
এই প্রদীপ নিভতে দেননি মনোহলির বাসিন্দারা।
পুজো যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেই উদ্যোগে এগিয়ে
আসেন গ্রামের মানুষ। তৈরি হয় পুজো কমিটি।
জমিদারবাড়ির প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই শুরু হয়
দুর্গোৎসব আয়োজনের নতুন অধ্যায়। গ্রামবাসী নবান্ন
বর্মন জানান, বর্তমানে জমিদার বাড়ির পুজো বারোয়ারি
পুজোতে পরিণত হয়েছে। আগে জমিদার বাড়িতে
পুজো হলেও তারা গ্রামবাসীর হাতে পুজোর দায়িত্ব
তুলে দেয়। পুজোর সময় জমিদার বাড়ির বংশধরেরা



গ্রামে আসেন। গ্রামবাসিক কৌশিক সাহা জানান, ১০০
বছর আগের থেকেই জমিদারি চলে যাওয়ায় এই পুজো
গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেয় জমিদারের বংশধরেরা।
যদিও পুজোর সময় জমিদার পরিবারের আত্মীয়রা
আসেন, গ্রামে থাকেন। এখন পুজো গ্রামবাসীরাই করে।
ভগ্নদশা এই জমিদার বাড়িতে এক সময় শুনেছি বড়
করে পুজো হতো। এখন কেয়ারটেকার বাড়িটি
দেখাশোনা করে। আমরা চাই সরকার থেকে এই

জমিদার বাড়িটি হেরিটেজ ঘোষণা করা হোক।
একসময় জমিদারবাড়ির দুর্গামণ্ডপেই পুজো হত।
কিন্তু বাড়ি ও ঠাকুরদালানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ
হতে থাকায় সেখানে পুজো চালিয়ে যাওয়া কঠিন
হয়ে পড়ে। অবশেষে ২০১০ সালে জমিদারবাড়ির
অদূরে জমিদার বংশের আত্মীয় শ্যামাপ্রসাদ
পাকড়াশির কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে জমি কেনেন
স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই জমিতেই গড়ে ওঠে নতুন
মন্দির। বর্তমানে সেখানেই সর্বজনীনভাবে
আয়োজিত হয় মনোহলির ঐতিহ্যবাহী
দুর্গাপুজো। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও এক
প্রাচীন রীতি। পুজোর শুরুর দিকে মহিষ বলির প্রচলন
থাকলেও পরবর্তীকালে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
বর্তমানে বৈষ্ণব মতে দেবীর আরাধনা করা হয়। সময়ের
সঙ্গে পুজোর আয়োজন ও স্থান বদলালেও ভক্তি ও
নিষ্ঠার কোনও খামতি নেই গ্রামবাসীদের মধ্যে। পুজোর
দিনগুলিতে আজও একত্রিত হন গ্রামের মানুষ।
উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন সকলেই।



পুজোয় ৬ দিন বন্ধ সোনাঝুরি হাট, ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোয় এবার বন্ধ থাকছে সোনাঝুরি হস্তশিল্পীদের হাট। শান্তিনিকেতনের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলির মধ্যে এটি একটি। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় এবার আচমকাই বন্ধ থাকছে এই হাট। প্রশাসন, বন দফতর ও হাট কমিটি যুক্তি দেখিয়েছে, অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড় সামাল দেওয়া এবং জঙ্গলের পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেই নাকি এই সিদ্ধান্ত। জানা গিয়েছে, ১৬ থেকে ২১ অক্টোবর অবধি হাট বন্ধ রাখা হবে। এই সময়ে নাকি জঙ্গল সাফাই করা হবে। তবে এটুকু জানা গিয়েছে, হাট বন্ধ থাকলেও সোনাঝুরি জঙ্গলে আয়োজিত হীরালিনি দুর্গোৎসবে যোগ দিতে পারবেন সবাই।



■ প্রশাসনের হঠকারী সিদ্ধান্তে ক্ষোভ স্থানীয় মহলে।

ভালই। প্রতিবছর পুজোর সময় এই হাট খোলা থাকে। কিন্তু এবার আচমকা হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের तरফে। ঠুনকো যুক্তি জঙ্গলের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা মাথায় রেখেই নাকি হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। শান্তিনিকেতনে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সোনাঝুরির খোয়াই হাট। সারা বছরই সেখানে ভিড় করেন দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা। কিন্তু এবার এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন সবাই। যা নিয়ে স্থানীয়রা বেশ বিরক্ত। হাট বন্ধ থাকায় ব্যবসা মার খাবে বলে ক্ষোভ জমেছে ব্যবসায়ীদের মনে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সবাই।

প্রসঙ্গত, পুজোর দিনগুলিতে সোনাঝুরি জঙ্গলে পর্যটকদের ঢল নামে। সঙ্গে হস্তশিল্পের হাট খোলা থাকলে সোনাঝুরি হাট বিক্রিবাটরা হয়

পড়ুয়াদের সাইকেল দিলেন বাবর আলি



■ সাইকেল দেওয়ার পর পড়ুয়াদের সঙ্গে বিধায়ক বাবর আলি।

সংবাদদাতা, জলঙ্গি : দল রাজ্যে ক্ষমতায় থাকতে না পারে, তাই বলে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা মানুষের সঙ্গে ছাড়াইনি। তারা সাধারণ মানুষের বিপদে আপদে সবসময়ই পাশে রয়েছেন। রাজ্য সরকারের সারথি প্রকল্পের আওতায় ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল এবং শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয়। কিন্তু বহু জায়গাতেই যোগ্যরা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। তাই দায়িত্ব নিয়ে জলঙ্গির বিধায়ক বাবর আলি বুধবার জলঙ্গি বিডিও অফিসে সারথি প্রকল্পের আওতায় ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ করলেন। বিধায়ক বলেন, মানুষের কল্যাণে তাদের অধিকার এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যেতে চান তিনি। ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নপূরণের পথকে আরও সহজ করে তোলা এবং তাদের জীবনে নতুন আশার আলো পৌঁছে দেওয়াই জনসভার প্রকৃত সার্থকতা। সে কারণেই তিনি সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চমীর সকালে নানুরে এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : পঞ্চমীর সকালে বীরভূমের নানুরে গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু। দেহে রয়েছে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। স্বামী ও স্বশ্রবণভাঙ্গির সদস্যদের বিরুদ্ধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তুলেছে যুবতীর পরিবার। আরও অভিযোগ, জ্বীকে খুনের পর দেহ বাড়িতেই ফেলে রেখেছিলেন স্বামী। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নাটক করা হয়। স্বামী সহ ২ জনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। জানা গেছে, মৃত যুবতীর নাম চুমকি দাস। তিনি বীরভূমের নানুর থানার পুন্ডরা গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয়দের কথায়, বুধবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা বাধে। তা গড়ায় হাতাহাতিতে। তারা চোচামেচি শুনেছিলেন। তবে পরে তা মিটেও যায়। মৃত্যুর স্বশ্রবণভাঙ্গির দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের এক সদস্য তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় চুমকির মৃত্যু হয়। খবর দেওয়া হয় তাঁর বাপের বাড়িতে। মৃত্যুর বাপের বাড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁরা এসে দেখেন চুমকির দেহ ঘরের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। দেহে রয়েছে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। তাঁদের অভিযোগ, চুমকিকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় চুমকির পরিবারের तरফে তাঁর শাশুড়ি, স্বামী ও তাঁর এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নানুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

দুর্ঘটনায় দিঘাগামী বাস মৃত ১, আহত একাধিক

প্রতিবেদন : পঞ্চমীর দুপুরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। কাঁথিতে দিঘাগামী সরকারি বাসের সঙ্গে বেসরকারি বাসের সংঘর্ষে মৃত বাস চালক। আহত অন্তত ১৫ জন। ঘটনাটি ঘটে কাঁথি বাইপাসে দিঘা নন্দকুমার জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, সরকারি বাসটি দিঘার দিকে যাচ্ছিল। উল্টোদিক থেকে আসা বেসরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তে দুমড়ে মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দ্রুতগতিতে আসছিল বেসরকারি বাসটি। অন্যদিকে, চতুর্থীর রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের ডহরপুর সংলগ্ন এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একের পর এক গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বেপরোয়া লরি। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান দিঘা-দুর্গাপুর রুটের একটি সরকারি বাসের কন্ডাক্টর। আহত হয়েছেন



পাঁচ জন যাত্রী। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দিঘা থেকে দুর্গাপুরগামী একটি সরকারি বাস ডহরপুরের কাছে জাতীয় সড়কের পাশের একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়েই খড়্গপুর থেকে ওড়িশাগামী একটি পর্যটক বোঝাই বাস ওই হোটেল থেকে চোকা চেষ্টা করছিল। ঠিক তখনই আচমকা বেলদাগামী একটি দ্রুতগতির লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে পর্যটক বোঝাই বাসে ও পরে দাঁড়িয়ে থাকা সরকারি বাসে সজোরে ধাক্কা মারে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারেও ধাক্কা মারে লরিটি। সরকারি বাসের কন্ডাক্টর সে সময় বাস পার্ক করানোর জন্য নিচে নেমে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তখনই লরির চাকায় পিষ্ট হন। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে হোটেলের কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান।

দুর্গাপুজোয় দুস্থদের বস্ত্রদান



■ বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ পাল ও স্থানীয় নেতৃত্ব।

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোতেই তৃণমূল নেতা-কর্মীরা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছেন। পুজোর আনন্দে গরিব মানুষজন যাতে শরিক হতে পারেন, তার জন্য উদ্যোগ নিলেন বরানগর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা পুর পারিষদ রামকৃষ্ণ পাল। বৃহস্পতিবার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রিটে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় দুস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল। রামকৃষ্ণ বললেন, আমরা সবসময়েই মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে আছি। সাধ্য মতো সাহায্যের চেষ্টা করি। পুজোর সময় গরিব মানুষজন নতুন পোশাক পরে আনন্দে মেতে উঠবে, এর চেয়ে আনন্দের কী হতে পারে।

আমেরিকার স্বামীনারায়ণ মন্দির উঠে এল অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদে

সনাতন গড়াই • দুর্গাপুর

পুজোর শুরুতেই দর্শনার্থীদের ঢল। চোখ ধাঁধানো মণ্ডপসজ্জা আর বিদেশের বিখ্যাত মন্দিরের আদলে তৈরি প্রতিকল্প দেখতে উদ্বোধনের দিন থেকেই ভিড় জমাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। দুর্গাপুরের অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের দুর্গাপুজো এবার ৫৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। আর বর্ষপূর্তির এই বিশেষ বছরে দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে আমেরিকার স্বামীনারায়ণ মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ। দুর্গাপুজো মানেই নতুন ভাবনা, অভিনব থিম আর শিল্পকলার অনন্য উপস্থাপনা।

সেই ধারাকে বজায় রেখেই এবার বিদেশের বিখ্যাত স্বামীনারায়ণ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করেছেন উদ্যোক্তারা। মণ্ডপের স্থাপত্য ও সাজসজ্জা দেখতে উদ্বোধনের দিন থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। সঙ্কে নামতেই মণ্ডপ চত্বরে বাড়ছে মানুষের আনাগোনা। পুজোর প্রথম দিন থেকেই এই বিপুল সাড়া পেয়ে খুশি উদ্যোক্তারাও। তবে পুজোর মূল ভিড় এখনও বাকি। যষ্ঠী থেকে দর্শনার্থীদের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। বিশেষ করে সঙ্কের পর থেকে মণ্ডপে রেকর্ড ভিড় জমার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই নিরাপত্তা ও ভিড়



নিয়ন্ত্রণে তৎপর পুলিশ প্রশাসন। দর্শনার্থীদের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখা, মণ্ডপ চত্বরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। ভিড় সামাল দিতে পুলিশি তৎপরতাও জোরদার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ৫৯তম বর্ষে অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের আমেরিকার স্বামীনারায়ণ মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ দুর্গাপুরের পুজো মানচিত্রে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই দর্শনার্থীদের এই উচ্ছ্বাস দেখে যষ্ঠী থেকে ভিড় আরও বাড়বে বলেই আশা উদ্যোক্তাদের। এখন নজর, পুজোর দিনগুলিতে কতটা জনসমাগম হয় এই মণ্ডপে।

চতুর্থীতে লক্ষ লক্ষ টাকা
উদ্ধার। মুর্শিদাবাদের
রঘুনাথগঞ্জে। বাড়ি থেকে
উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ৬৫
লক্ষ টাকা ও নোট গোনার
মেশিন। পলাতক অভিযুক্ত

গ্রামেও মহামারীর আকার নিচ্ছে ডেঙ্গি, নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ স্বাস্থ্য দফতর

প্রতিবেদন : শহরের পাশাপাশি এবার গ্রামেও ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে। এবার গ্রামে রেকর্ড সংখ্যক ডেঙ্গি-আক্রান্ত হয়েছে। আর সেটা গত চার পাঁচ মাসে। পরিসংখ্যান বলছে, মোট আক্রান্তের ৫১ শতাংশই গ্রামের বাসিন্দা। মৃতদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ গ্রামের বাসিন্দা। এই মুহূর্তে সংক্রমণের তালিকায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মুর্শিদাবাদের। সেখানের ডেঙ্গি-আক্রান্তের সংখ্যা দু'হাজার ছাড়িয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া ও পূর্ব বর্ধমানের গ্রামীণ এলাকায় সেন্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। তার উপর গত চার পাঁচ মাসে আবার ডেঙ্গি পরীক্ষাও কম করা হয়েছে। ফলে



আসল সংখ্যাটা এখনও জানা যায়নি। প্রশাসন তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

জানা গেছে, গ্রামীণ এলাকায় ডেঙ্গি সংক্রমণ বাড়ার একাধিক কারণ রয়েছে। শহরাঞ্চলের

পাশাপাশি এখন গ্রামেও যত্রতত্র প্লাস্টিক ব্যাগ, কোটো, বালতি ও টিনের পাত্র ফেলে রাখার প্রবণতা বাড়ছে বিপজ্জনক হারে। ক্রমশ বাড়ছে ফ্রিজ ও কুলারের ব্যবহার। কিন্তু সচেতনতার অভাব রয়েছে। প্রশাসন নিয়মিত ডেঙ্গি-সচেতনতা প্রচার করছে না বলে স্থানীয় মহলে ক্ষোভ রয়েছে। জল নিয়মিত না পাল্টানোর কারণে ডেঙ্গির জীবাণুবাহী মশার লার্ভা উৎপাদনের আদর্শ জায়গা হয়ে উঠেছে সেগুলি। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত কুয়ো ও বেহাল রাস্তার খানাখন্দে জমে থাকা বৃষ্টির জলও বিপদ বাড়ছে। উৎসবের আবহে চিন্তা আরও বেড়েছে। কিন্তু প্রশাসনের মধ্যে সেই সাবধানতা দেখা যাচ্ছে না।

পঞ্চমীতে জোড়া দুর্ঘটনায় মৃত ৩

প্রতিবেদন : পঞ্চমীর সকালে মমাস্তিক দুর্ঘটনা। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই স্কুটি আরোহীর। এই ঘটনায় ফের প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একদিন আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্ঘটনায় একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাটি বৃহস্পতিবার সকালে ঘটন নদিয়ার শান্তিপুর থানার প্রফুল্ল নগর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনাস্থলেই মারা যান দুজন। মৃতদের মধ্যে একজনের নাম সত্যেন রায়। বাড়ি শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বোয়ালখালি এলাকায়। অপরজনের নাম জানা যায়নি। তবে একই এলাকার



লোক বলে ধারণা। সূত্রের খবর, ওই দুই যুবক রানাঘাট থেকে স্কুটিতে চেপে শান্তিপুরের দিকে আসছিল। ঠিক তখনই ফুলিয়া প্রফুল্ল নগরের কাছে আচমকা একটি ডাম্পার এসে স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় ওই দুই যুবক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কী কারণে ওই দুই যুবক রানাঘাট গিয়েছিল তা জানা যায়নি। কোন পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে ডাম্পার চলে। বিপজ্জনকভাবে মানুষকে চলাফেরা করতে হয়। যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু প্রশাসনের কোনও ক্রক্ষেপ নেই। এলাকায় পুলিশ নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

অন্যদিকে, পঞ্চমীর ভোররাতে কাঁকসার রাজবাঁধ এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাক্টর ও চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় মারা যান একজন। আহত চার। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গিয়েছে, ছোট গাড়িটি দ্রুতগতিতে আসছিল। আচমকা চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি সামনে থাকা বালি বোঝাই ট্রাক্টরের পিছনে ধাক্কা মারে। এর জেরেই দুর্ঘটনা। ঘটনায় এলাকায় সাময়িক যানজট তৈরি হয়।

প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন

প্রতিবেদন : যুগলের মধ্যে বচসা। পরিণতি হল মমাস্তিক। লিভ ইন সঙ্গীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল মাংস বিক্রেতা প্রেমিকের বিরুদ্ধে। বুধবার গভীর রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় অভ্যন্তরীণ উত্তাপ। প্রেমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্পর্কে টানাপোড়েনের জন্যই এই ঘটনা বলে অনুমান। মৃত্যুর নাম চান্দা সিং (৪৬)। প্রেমিক প্রেম



মাংসের দোকান রয়েছে। বুধবার গভীর রাতের নিজেদের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে চান্দার সঙ্গে প্রেমের বচসা শুরু হয়। কথা কাটাকাটি চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে চান্দা দেবীর গলায় কোপ মারে প্রেম। গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মহিলা। ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘটনার পর পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয়দের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায়। তবে ঠিক কী কারণে দুজনের এই বচসা তা স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাসে এই ধরনের ঘটনা বিভিন্ন জেলায় ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে এর থেকেও মমাস্তিক মৃত্যুর কাহিনি সামনে এসেছে। ফের আর একবার একই ধরনের ঘটনা সামনে এল। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

গিয়েছে জমিদারি, নেই জৌলুসও! এই পুজোয় রয়ে গেছে শুধু ঐতিহ্য

প্রতিবেদন : সময়ের স্রোতে হারিয়ে গিয়েছে জমিদারি প্রথা। ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ির ঠাকুরদালানে এখন আর বসে না উৎসবের সেই চেনা আসর। পায়রার বাসা আর কালের ক্ষত বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতীতের সাক্ষী হয়ে। তবু শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের কাছে হার মানেনি সময়। জমিদারবাড়ির সেই দুর্গাপূজো আজও বেঁচে রয়েছে গ্রামবাসীদের নিষ্ঠা, ভক্তি আর উদ্যোগে। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের মনোহলিতে এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে রয়েছে দুর্গোৎসবের এক প্রাচীন ঐতিহ্য।

কথিত রয়েছে, ৩০০ বছরেরও বেশি আগে জমিদার তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের হাত ধরে শুরু হয়েছিল মনোহলির এই দুর্গাপূজো। পরবর্তীতে রমেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পুজোর ঐতিহ্য আরও ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। একসময় পুজোর দিনগুলিতে জমিদারবাড়িকে ঘিরে তৈরি হত উৎসবের আবহ। আশপাশের গ্রামের বহু মানুষ আসতেন পুজো দেখতে। জমিদারবাড়িতে অতিথিদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও থাকত। সব মিলিয়ে দুর্গোৎসব হয়ে উঠত এলাকার মানুষের মিলনমেলা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলে যায় ছবিটা। জমিদারি প্রথার অবসান



এবং পরিবারের সদস্যদের অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে ক্রমশ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে এই পুজো। একদিকে জমিদারবাড়ির জৌলুস কমতে থাকে, অন্যদিকে ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ে ঠাকুরদালান। তবে ঐতিহ্যের এই প্রদীপ নিভতে দেননি মনোহলির বাসিন্দারা। পুজো যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেই উদ্যোগে এগিয়ে আসেন গ্রামের মানুষ। তৈরি হয় পুজো কমিটি। জমিদারবাড়ির প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই শুরু হয় দুর্গোৎসব আয়োজনের নতুন অধ্যায়। গ্রামবাসী নবাবু বর্মান জানান, বর্তমানে জমিদার বাড়ির পুজো বারোয়ারি পুজোতে পরিণত হয়েছে। আগে জমিদার বাড়িতে পুজো হলেও তারা গ্রামবাসীর হাতে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেয়। পুজোর সময় জমিদার বাড়ির বংশধররা গ্রামে আসেন। গ্রামবাসী কৌশিক সাহা জানান, ১০০ বছর আগেই জমিদারি চলে যাওয়ায় এই পুজো গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেয় জমিদারের বংশধররা। যদিও পুজোর সময় জমিদার পরিবারের আত্মীয়রা আসেন, গ্রামে থাকেন। এখন পুজো গ্রামবাসীরাই করে। ভগ্নদশা এই জমিদার বাড়িতে এক সময় শুনেছি বড় করে পুজো হত। এখন কেয়ারটেকার বাড়িটি দেখাশোনা করে। আমরা চাই সরকার থেকে এই জমিদার বাড়িটি হেরিটেজ ঘোষণা করা হোক।

একসময় জমিদারবাড়ির দুর্গামণ্ডপেই পুজো হত। কিন্তু বাড়ি ও ঠাকুরদালানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় সেখানে পুজো চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে ২০১০ সালে জমিদারবাড়ির অদূরে জমিদার বংশের আত্মীয় শ্যামাপ্রসাদ পাকড়াশির কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে জমি কেনেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই জমিতেই গড়ে ওঠে নতুন মন্দির। বর্তমানে সেখানেই সর্বজনীনভাবে আয়োজিত হয় মনোহলির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজো। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও এক প্রাচীন রীতি। পুজোর শুরুর দিকে মহিষ বলির প্রচলন থাকলেও পরবর্তীকালে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে বৈষ্ণব মতে দেবীর আরাধনা করা হয়। সময়ের সঙ্গে পুজোর আয়োজন ও স্থান বদলালেও ভক্তি ও নিষ্ঠার কোনও খামতি নেই গ্রামবাসীদের মধ্যে। পুজোর দিনগুলিতে আজও একত্রিত হন গ্রামের মানুষ। উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন সকলেই। মনোহলির এই পুজোর বিশেষত্ব, বর্তমান প্রজন্মের গ্রামবাসীদের পাশাপাশি জমিদার পরিবারের উত্তরসূরীরাও এখনও পুজোয় অংশ নেন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই যোগসূত্রই যেন বাঁচিয়ে রেখেছে শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যকে। ভগ্নপ্রায় জমিদারবাড়ি আজও মনে করিয়ে দেয় হারিয়ে যাওয়া এক সময়ের কথা। আর তার পাশেই নতুন মন্দিরে দেবী দুর্গার আরাধনা প্রমাণ করে, ঐতিহ্য শুধু প্রাসাদের দেওয়ালে আটকে থাকে না— মানুষের বিশ্বাস ও সম্মিলিত উদ্যোগেই তা বেঁচে থাকে যুগের পর যুগ।

অভিনব! পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাইক চুরি

প্রতিবেদন : মুখে মাঙ্ক। পরনে সাধারণ পোশাক। দেখে মনে হবে আর চার-পাঁচজনের মতোই। কিন্তু তারা যে বাইক চোর তা ঘৃণাক্ষরেও কেউ টের পাননি। ধরা পড়ার পর সত্যিটা সামনে এল। সম্প্রতি দুর্গাপুর স্টেশন বাজারে একের পর এক বাইক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে দুই যুবকের খোঁজ সামনে আসে। সিসিটিভি ফুটেজে পরীক্ষা করে দুজনের খোঁজ পান তদন্তকারীরা। অবশেষে দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া বাইকও। জানা গেছে, ভিড়ের সুযোগ নিয়ে বাইক চুরি করত দুই যুবক। দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার বিদ্যাসাগর পল্লির বাসিন্দা বিপুল বিশ্বাসের বাইক সম্প্রতি চুরি যায় দুর্গাপুর



স্টেশন বাজার এলাকা থেকে। তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। শুরু হয় চুরি যাওয়া বাইকের সন্ধান। স্টেশন বাজার ও আশপাশের এলাকার

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়েই দুই যুবকের গতিবিধি পুলিশের নজরে আসে। দেখা যায়, মুখে মাঙ্ক, পরনে সাধারণ পোশাক আর পিঠে ব্যাগ নিয়ে জনবহুল এলাকায় ঘুরে বেড়াত দুই যুবক। সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে থাকায় সহজে তাঁদের সন্দেহ করার উপায় ছিল না। কিন্তু সুযোগ বুঝেই বাইক নিয়ে চম্পট দিত তারা। জানা গেছে, দুর্গাপুরের পিসিবিএল কলোনিতে চুরি করা বাইকটি রেখে কাঁকসার পানাগড়ে গা ঢাকা দিয়েছিল দুই যুবক। বুধবার রাতে পানাগড় এলাকা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম অজয় রাম ও দেব চৌহান।

মেয়ের খুনের বিচার চাইতে বসেছিলেন ধরনায়

ভোরে টেনেহিঁচড়ে বাবা-মাকে তুলে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি: কতটা নিচে নেমেছে বিজেপি এবং শাহর পুলিশ! মেয়ের মৃত্যুর ঘটনার সুবিচার চেয়েছিলেন বাবা-মা। সেই বিচার তো পেলেনই না, উল্টে ভোরবেলা তাঁদের টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ইন্ডিয়া গেটের সামনে ধরনা অবস্থান থেকে অন্ধিতা ভাণ্ডারীর বাবা-মাকে আটক করল পুলিশ। মেয়ের খুনের ঘটনার বিচার চাইতে বৃহবার থেকেই ধরনা শুরু করেছিলেন তাঁরা। আটক করা হয় কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মীকেও। পরে অবশ্য সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাতভর চলতে থাকা শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ থেকে যেভাবে টেনেহিঁচড়ে উত্তরাখণ্ডের তরুণীর মা-বাবাকে আটক করা হয় তার কড়া সমালোচনা করছেন বিরোধীরাও। বিরোধীদের অভিযোগ সবকিছু জেনেবুঝেও নিজেদের অপকীর্তি ঢাকতে অন্ধিতার মৃত্যু-রহস্য ধামাচাপা দিতে চাইছে বিজেপির পুলিশ। আড়াল করছে নিজেদের লোককে।

চার বছর হয়ে গেল, এখনও মেয়ের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তি হল না। ন্যায় বিচারের দাবিতে বৃহবার রাতভর ইন্ডিয়া গেটের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ করছিলেন অন্ধিতার মা-বাবা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তাঁদের এই কর্মসূচির

ইন্ডিয়া গেট



কিছু সময় আগেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। অন্ধিতার মা-বাবার লড়াইয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন দু'জনেই। এক্স হ্যাণ্ডেলও অন্ধিতার বিচার চেয়ে সুর চড়ান রাহুল। এরপর এদিন ভোর চারটে নাগাদ যেভাবে মৃত্যুর পরিবারের লোকজনদের পুলিশ আটক করেছে তা শুধু অন্যায় নয়, এক ধরনের বর্বর আচরণ বলেই অভিযোগ

বিরোধীদের। অন্ধিতার মৃত্যুতে তথাকথিত ভিআইপি যোগ এবং বিজেপি নেতা দুখ্যন্ত কুমার গৌতমকে সিকিমের রাজ্যপাল করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন করার কারণেই মৃত্যুর মা-বাবাকে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। অন্ধিতার বাবা বীরেন্দ্র সিং রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সিবিআই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুখ্যন্ত কুমার গৌতমের রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিজেপি নেতা দুখ্যন্ত গৌতমের যোগ রয়েছে বলে প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে অন্ধিতার পরিবার।

বছর চারেক আগে বিজেপি-শাসিত উত্তরাখণ্ডের একটি রিসোর্ট কর্মরতা অন্ধিতা খুন হন রহস্যজনকভাবে। দিনটা ছিল ২০২২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। ঘটনার ৬ দিন পর চিল্লাখাল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় রিসোর্টের মালিক পুলকিত আর্য় এবং দুই কর্মী সৌরভ ভাস্কর ও অন্ধিতা গুপ্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মৃত্যুর পরিবারের অভিযোগ এই ঘটনায় আরও ভিআইপি যোগ আছে। তদন্ত প্রয়োজন। এরপরও অভিযুক্ত গৌতমকে কেন রাজ্যপাল করা হল সে প্রশ্ন তুলে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিশ ১৯ বছরের তরুণীর মা-বাবাকে আটক করে। শাহের পুলিশের এই অমানবিক আচরণে স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ।

জ্ঞানেশ-হটাও আন্দোলন রুখতেও প্রতিহিংসা বিজেপির

অভিনেতা ইমরান খানকে ভারত ছাড়ার ফতোয়া



মুম্বই: অদ্ভুত যুক্তি, আজব অজুহাত। জ্ঞানেশ হটাও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেও এবার প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করল বিজেপি। জ্ঞানেশ কুমার হটানোর দাবিতে মুম্বইতে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় আমির খানের ভায়ে অভিনেতা ইমরান খানকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিল পুলিশ। আগামী ২৮ অক্টোবরের দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে তাঁকে। কারণটা কী? কোন ‘অপরাধে’ তাঁর বিরুদ্ধে

এমন গুরুতর আইনি পদক্ষেপ? গত ১০ অক্টোবর মুম্বইয়ের অগাস্ট ক্রান্তি ময়দানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা এবং গ্রেফতারের দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। এই বিক্ষোভেই অংশ নিয়েছিলেন ইমরান খান। তিনি-সহ ৪০০ জনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল থানায়। তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ এবং যুক্তি খাড়া করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমতি ছাড়া এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন ইমরান। শুধু তাই নয়, ইমরানের নাগরিকত্বের প্রশ্নে বিষয়টিকে আরও ঘোরালো এবং জটিল করে তুলেছে পুলিশ-প্রশাসন। ছাড়া পাওয়ার পরে মুম্বইয়ের গাঁওদেবী থানায় এফআইআরও করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশের যুক্তি, ইমরান জন্মসূত্রে একজন মার্কিন নাগরিক। তাঁর কাছে রয়েছে আমেরিকার পাসপোর্ট। ভারতের আইন, ফরেনার্স অ্যাক্ট বলছে, কোনও বিদেশি পাসপোর্টধারী নাগরিক বা ওসিআই কার্ডহোল্ডার ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আন্দোলন, ধরনা বা সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিতে পারে না। পুলিশের অজুহাত, দেশের ভিসা এবং অভিবাসন আইন সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন ইমরান। শুধু পুলিশ নয়, অভিবাসন দফতরের পক্ষ থেকেও ইমরানকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিদেশি নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে সামনের ২৮ অক্টোবরের মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে তাঁকে। পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ইমরান খানও। বলেছেন, আইনবহির্ভূত কিছুই করেননি তিনি। আটক হওয়ার সময়ে অভিনেতা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, কোনও নির্দিষ্ট দলের হয়েন নয়, মুম্বইয়ের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেদিন আটকের তালিকায় ছিলেন ইমরান খান ছাড়াও তাঁর প্রেমিকা লেখা ওয়াশিংটন এবং তুতো বোন জেন মেরি খান। তবে, মুম্বই পুলিশের অজুহাত যাই হোক না কেন, সাধারণ মানুষ কিন্তু বিরক্ত পুলিশের ফতোয়ায়।

ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপের উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক ২৫ ভারতীয় মৎস্যজীবী

চেন্নাই : মঙ্গলবার ভোরে ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপের জলসীমায় ঢোকার অভিযোগে তামিলনাড়ুর ২৫ জন মৎস্যজীবীকে আটক করল সে দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। তাঁদের সঙ্গে তিনটি মাছ ধরার নৌকাও আটক করা হয়েছে। সঙ্গে আটক করা হয়েছে প্রচুর মাছও। এ খবর এসে পৌঁছানোমাত্রই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে তামিলনাড়ুতে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মৎস্যজীবীদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রের সাহায্য চেয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। এ বিষয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে তামিলনাড়ুর তুথুকুডি জেলার থারুভাইকুলাম থেকে তিনটি যন্ত্রচালিত নৌকায় মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন ২৫ জন মৎস্যজীবী। মঙ্গলবার ভোরে মালদ্বীপের জলসীমায় প্রবেশের অভিযোগে তাঁদের আটক করে সে দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। নৌকাগুলির সঙ্গে ধরা মাছও আটক করা হয়েছে।

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মৎস্যজীবীদের



নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয়েছে ভারত। মালদ্বীপে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের মাধ্যমে এ-বিষয়ে আলোচনা চলছে। বিদেশি জলসীমায় প্রবেশের অভিযোগে তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের আটক হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। গত এক দশকে একাধিকবার পক প্রণালীতে জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে শ্রীলঙ্কার নৌসেনার হাতে গ্রেফতার হয়েছেন তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীরা। তাঁদের হেনস্থার অভিযোগও উঠেছে। এবার মালদ্বীপের

উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে ২৫ জন মৎস্যজীবী আটক হওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

২০২৩ সালের নভেম্বরে মহম্মদ মুইজু মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ভারত ও মালদ্বীপের সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল। মুইজু সে দেশ থেকে ভারতীয় সেনাকর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফর নিয়ে মালদ্বীপের তিন মন্ত্রীর আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে ভারতীয়দের মালদ্বীপ ভ্রমণ বয়কটের ডাক ওঠে। তবে পরবর্তী সময়ে দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়। গত বছর মুইজুর আমন্ত্রণে মালদ্বীপ সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর পর দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ আরও জোরদার হয়। এই পরিস্থিতিতে ২৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করার ঘটনা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তবে এর ফলে দুই দেশের সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত আটক মৎস্যজীবীদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনাই ভারতের প্রধান লক্ষ্য।

আইডিবিআইয়ের নিয়ন্ত্রণ এবার কানাডার হাতে

নয়াদিল্লি: একসময় দেশের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের মর্যাদা পেয়েছিল এটি। সেই আইডিবিআই-এর মূল নিয়ন্ত্রণ কানাডার আর্থিক লগ্নি সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্স ফিন্যান্সিয়াল হোল্ডিংসের হাতে যেতে চলেছে এবার। আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই যাবতীয় শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৃহবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে এই হস্তান্তরের বিষয়টি।

কিন্তু ক্রমাগত আর্থিক সংকটের জেরে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার এটির নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয় জীবন বিমা নিগমের (এলআইসি) হাতে। তখন থেকেই কার্যত রাষ্ট্রায়ত্ত্বকৃত হারিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্কে পরিণত হয় এই প্রতিষ্ঠান। এতদিন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের মোট শেয়ারের ৪৯.২৪ শতাংশ ছিল এলআইসি-র হাতে এবং কেন্দ্রের হাতে ছিল ৪৫.৪৮ শতাংশ। অর্থাৎ দু'পক্ষ মিলিয়ে মোট অংশীদারি ছিল ৯৪.৭২ শতাংশ।

নতুন সিদ্ধান্তের ফলে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ৬০.৭২ শতাংশ মালিকানা তুলে দেওয়া হচ্ছে কানাডার ওই লগ্নিকারী সংস্থার হাতে। এর ফলে ব্যাঙ্কে এলআইসি-র অংশীদারি কমে দাঁড়াবে প্রায় ১৯ শতাংশে এবং কেন্দ্রের অংশীদারি নেমে আসবে প্রায় ১৫ শতাংশে।

সুপ্রিম কোর্টের দিকে বিরোধীদের
মিছিল ঘিরে এবার কড়া অবস্থান
নিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।
বিচার বিভাগকে কেউ ভয় দেখাতে
পারে না—এই মন্তব্যের পাশাপাশি
নোটিশ পাঠানো হয়েছে রাহুল গান্ধী
ও অখিলেশ যাদবকে

জ্ঞানেশকে বাঁচাতে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, মোদিকে নিশানা সিজিপি

নয়াদিল্লি: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করতে সরকারি ক্ষমতা ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নির্বাচন কমিশন প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং বিরোধী নেতাদের নিশানা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ তুললেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজিপি) নেতা অভিজিৎ দীপকে। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নেহা বোরা এবং অভিনেতা প্রকাশ রাজ। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন দীপকে। সাংবাদিক সম্মেলনের একদিন আগে সিজিপি নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রান্নাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে তিহাড় জেলে পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দীপকে বলেন, এই সংগঠনগুলি-সহ দিল্লির যুবরা রাস্তায় নেমে লড়াই করছেন। তাঁদের রাস্তায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নেহাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আয়েশাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঈশাকেও টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাকে বাঁচানোর জন্য? একজন জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচানোর জন্য। যিনি ভোটচুরি করে দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, নিজেদের নাগরিকদের বিরুদ্ধেই কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। একজন নির্বাচন কমিশনারকে রক্ষা করতে কেন

অভিজিৎ দীপকের কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা দিল্লি পুলিশের

সরকারকে এতটা মরিয়া হয়ে উঠতে হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।
নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সিজিপি নেতা।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এনডিএ এবং বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ছিল প্রায় ২ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং জ্ঞানেশ কুমার বিজেপিকে নির্বাচনে সুবিধা করে দিচ্ছেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের অধিকার মানুষের রয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও গুরুতর অভিযোগ করেন দীপকে। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় ১৩ কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সংশোধন প্রক্রিয়ায় যাঁদের মৃত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এমন কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে তাঁর উত্থাপিত ১৩ কোটি নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগের ক্ষেত্রে খসড়া ভোটার তালিকায় চিহ্নিত নাম এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাস্তবে বাদ পড়া নামের মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি। এই পরিসংখ্যান ও অভিযোগগুলি সাংবাদিক সম্মেলনে অভিজিৎ দীপকের বক্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের



কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করতে সমস্ত সরকারি সম্পদ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন সিজিপি নেতা। আন্দোলনের সময় ছাত্রকর্মী ও বিরোধী নেতাদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া এবং আটক করার প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নাম উল্লেখ করেন। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

দীপকের অভিযোগ, বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের নামে রেল পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে এবং নকশাল-প্রভাবিত এলাকা থেকে নিরাপত্তাবাহিনীকে দিল্লিতে নিয়ে

আসা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এই বিপুল প্রশাসনিক ও নিরাপত্তাব্যবস্থা আসলে কাদের রক্ষা করার জন্য, সেই প্রশ্নের উত্তর সরকারের দেওয়া উচিত। তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপগুলির মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করা। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ প্রস্তাবেরও সমালোচনা করেন দীপকে। তাঁর মতে, এটি নিছক একটি স্লোগান। সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য ‘এক দেশ, এক দল’ প্রতিষ্ঠা করা বলেও অভিযোগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দীপকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে চান, তবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করুন। আন্তর্জাতিক মহলে এই পদক্ষেপকে কীভাবে দেখবে, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে চলা বিক্ষোভের মধ্যেই সিজিপি নেতার এই মন্তব্য সামনে এল। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে ওঠা অভিযোগকে কেন্দ্র করে দলটি ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপেরও প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা।
এদিকে, কনটপ্লেসে শুক্রবারের ‘তেরঙা ওড়াও’ কর্মসূচির আগে

ককরোচ জনতা পার্টি (সিজিপি)-র উপর চাপ বাড়ান দিল্লি পুলিশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পরিচালিত দিল্লি পুলিশের তরফে ককরোচ-কর্মসূচির জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি জানিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবারই দিল্লি হাইকোর্ট কনটপ্লেসে ১৬ অক্টোবর সিজিপি এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের প্রস্তাবিত বিক্ষোভ কর্মসূচির উপর নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন খারিজ করেছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিল্লি পুলিশকে ‘সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থা’ গ্রহণের আশ্বাস আদালতে নথিভুক্ত করা হয়েছে। পালিকা বাজারের এক লাইসেন্সপ্রাপ্ত পথবিক্রেতা অনিল কুমার গুপ্ত এই আবেদন দায়ের করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, কনটপ্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে প্রস্তাবিত বিক্ষোভের কারণে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ব্যাহত হতে পারে এবং ওই এলাকার ব্যবসায়ী ও কর্মরত অন্য ব্যক্তিরা সমস্যায় পড়তে পারেন। শুনানির সময় দিল্লি পুলিশ জানায়, আবেদনকারীর উত্থাপিত আশঙ্কার কথা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি আগামী ৩ নভেম্বর ধার্য করেছে আদালত। বিক্ষোভের অনুমতি, পুলিশি ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা—এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে দিল্লির রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে সিজিপি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অবস্থান নিয়েছে, অন্যদিকে প্রস্তাবিত বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা ও ব্যবসায়িক কার্যকলাপের প্রশ্নও আদালতের বিবেচনায় এসেছে।

এসআইআর নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ এবং ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়মের স্বাধীন তদন্তের দাবিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ ‘ইন্ডিয়া’ জোটের ১৩ জন নেতার দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন এবং তিন নির্বাচন কমিশনারকে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই নোটিশ জারি করেছে। তবে একই আবেদনের অন্যতম আবেদনকারী ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) নেত্রী মহুয়া মাজির কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে আপত্তি জানিয়ে তাঁর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পৃথক নোটিশ জারি করেছে আদালত। শীর্ষ আদালতের আবেদনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়ার অভিযোগ তুলে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে স্বাধীন তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটার তালিকার চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া স্থগিত রাখারও আবেদন জানিয়েছেন বিরোধী নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনের যৌথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই জায়গায় একজন কমিশনারের এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ কমিশনের কাজকর্মের বৈধতা এবং সাংবিধানিক বিধান মেনে চলা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

এসআইআর প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হননি। পরিবর্তে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এই বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ যথাযথ বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে তুলে ধরা যেতে পারে। এরপরই রাহুল ও অন্যান্য বিরোধী নেতারা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন দায়ের করেন। সোমবার রাহুল নিজে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিতে গিয়ে আবেদন জমা দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খাড়গে এবং ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অন্য শরিক নেতারা।

মৃত্যু ঘোষণার ৮ ঘণ্টা পর কফিন থেকে বঁচে ফেরা

গুয়াতেমালা সিটি: শোকের আবহ বদলে গেল চরম বিস্ময় আর আনন্দে। মৃত্যুর ৮ ঘণ্টা পর কফিনের ভেতর থেকে জ্যান্ত উঠে বসল ১৫ বছরের এক কিশোরী! অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি ঘটেছে গুয়াতেমালার এল হোকোতে গ্রামে। জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীর নাম ইউলেইডি ইক্সকোটোয়াক। গত শনিবার সকালে হঠাৎ করেই তীব্র বুকে ব্যথা অনুভব করে সে এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই গাড়ির ভেতরে অচেতন হয়ে পড়ে। তার বাবা গাড়ি থামিয়ে মেয়ের পালস ও শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা

করেন। কিন্তু শরীরে কোনও স্পন্দন না পেয়ে তিনি ধরে নেন যে ইউলেইডি আর বঁচে নেই। সবচেয়ে বড় ভুলটি হয় এখানেই। কোনওরকম ডাক্তারি পরীক্ষা বা ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই পরিবারটি ধরে নেয় যে কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। এরপর দ্রুত বাড়ি ফিরে তার শেষকৃত্যের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং বিকেলের দিকে শোকসভার আয়োজন করা হয়।
কিশোরীকে কফিনে বন্দি করে যখন স্বজনরা শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন, তখনই ঘটে সেই অলৌকিক কাণ্ড। কিশোরীর মা মেয়ের

কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি কফিনের কাঁচের জানলা দিয়ে ভেতরে কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখেন। ভাল করে লক্ষ্য করতাই দেখা যায়, ইউলেইডি চোখ খুলছে এবং নড়াচড়া করছে!
কিছুক্ষণের মধ্যেই কফিনের ঢাকা খোলা হলে পরিবারের সবাইকে চমকে দিয়ে সোজা উঠে বসে ওই কিশোরী। কান্নার রোল নিমেষেই পরিণত হয় জয়ধ্বনিতে। উপস্থিত লোকজন দ্রুত তাকে কফিন থেকে বের করে জল খেতে দেন এবং প্রাথমিক সেবা করেন। পরে কিশোরী

ইউলেইডি জানায়, অচেতন হওয়ার আগে তার বুকে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল এবং শরীর ভারী হয়ে আসে। চিকিৎসকদের মতে, কোনও পরীক্ষা ছাড়া ইউলেইডিকে মৃত ঘোষণা করাই ছিল ভুল। সে গভীর কোমায় চলে গিয়েছিল, যার ফলে সাময়িকভাবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির গতি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বর্তমানে চিকিৎসার পর সে সুস্থ রয়েছে এবং নিজের বাড়িতেই চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছে। রোমাঞ্চকর এই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ভাইরাল।

আগামী মাসে মুক্তি পাচ্ছে কোর্টরুম
ড্রামা থ্রিলার 'সেকশন ৮৪'। খাভু
দাশগুপ্তের এই ছবির মুখ্য ভূমিকায়
রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, নির্মল
কৌর, অভিনেত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডায়ানা পেন্টি-সহ আরও অনেকে

বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু

গতকাল সাড়ম্বরে মুক্তি
পেল পরিচালক নন্দিতা
রায় এবং শিবপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়ের হিট ছবি
'বহুরূপী'র সিক্যুয়েল
অ্যাকশন থ্রিলার
'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন
ডাকু'। দুর্গা পঞ্চমীতে
এই ছবির মুক্তি যেন
মণিকাঞ্চন যোগ। দুর্ধর্ষ
ডাকাত বিক্রম
প্রামাণিককে আবার
ভালবেসে ফেললেন
দর্শক। লিখলেন
শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

এ যেন কোনও ডাকাতির গল্প নয়,
সুন্দর শিল্পকলা যা রং আর তুলি দিয়ে
এঁকেছেন পরিচালক নন্দিতা রায় ও
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের ক্যানভাসে
জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন
ডাকু'। 'বহুরূপী' ছবিটা যাঁরা দেখেছেন
হলপ করে বলতে পারি সিক্যুয়েলটি সেই
প্রত্যাশা ছাপিয়ে যাবে। আবারও এক
সোনার খনির সন্ধান দিলেন পরিচালকদ্বয়।
ব্রিলিয়ান্ট পরিচালনা, ভরপুর বিনোদনের
সবরকম রসদ নিয়ে হাজির হলেন তাঁরা।
নন্দিতা-শিবপ্রসাদ এই মুহূর্তে সবচেয়ে
চর্চিত পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম।
তাঁদের ছবি মানেই অনেক-অনেক
প্রত্যাশা। এবারেও প্রত্যাশার চেয়ে অনেক
বেশি পেলেন দর্শক। গল্পের টানটান বুনট,
গল্পের মধ্যে চলা চোর-পুলিশের ধাঁধা
দর্শকদের আগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে
নিঃসন্দেহে। পরিচালনার পাশাপাশি, এই
ছবির ক্যামেরার কাজ, এডিটিং সবটাই
প্রশংসার দাবি রাখে।

একজন সাধারণ অ্যাকাউন্টেন্টের
চাকরি-করা বিক্রম প্রামাণিক মিথ্যে
মামলায় জেলের ঘানি টানতে বাধ্য হয়।
সেই শুরু তার পরের ঘটনাটি ইতিহাস।
২৭টা রুদ্ধশ্বাস ব্যাঙ্ক ডাকাতির শিরোমণি
বিক্রমের সাত বছরের জেল হয়। তখন
বিক্রমের স্ত্রী বিমলি সন্তানসম্ভবা। এর
পরের দৃশ্যের সময়কাল ২০১৫ থেকে
২০১৯ সাল। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে

বিক্রম। এখন সে আর ডাকাত নয় পেশায়
কোর্টের মুহুরি। ডাকাতি করার সময় বোমা
বাঁধতে গিয়ে দুটো হাতের দশটা আঙুল
উড়ে যায় তাঁর। সাদা কাপড়ে সেই দুই
হাত ঢেকে রাখে বিক্রম। স্ত্রী, পুত্র নিয়ে
সুখের সংসার। কিন্তু চাইলেই কী
অপরাধের জীবন ছেড়ে নিজের মতো করে
বাঁচা যায়! পুরনো পাপ কিছু কিছু সময়
বাপকেও ছাড়ে না। বিক্রমেরও সেই হালই
হল। ঘটনাচক্রে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির
কেসে ফেঁসে গেল বিক্রমের নাবালক পুত্র
চুনি। ছেলেকে বাঁচাতে বিক্রম নামলেন
ময়দানে এবং মুখোমুখি হলেন লোকাল
থানার ওসি অয়ন ব্যানার্জি। সাধারণ
সরকারি চাকুরে অয়নের স্ত্রী রেশমি
উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং লোভী।
রেশমিকে তুষ্ট করতে
বেআইনিভাবে টাকা



রোজগারেও আপত্তি নেই তাঁর। স্ত্রীর
বুদ্ধিতেই পাণ্ডবগড় থানায় বদলি হন ওসি
অয়ন ব্যানার্জি। অনৈতিক সরকার-বিরোধী
কাজে সন্দেহে যুক্ত অয়ন লক্ষ লক্ষ টাকা
কামাতে শুরু করে। কিন্তু অন্ধকার জগতে
টাকা যেমন ওড়ে তেমনিই কম্পিটিশনও
প্রচুর। রফা পূরণ করতে না পারলে ঘাড়ের
ওপর নিশ্বাস ফেলে অন্য কেউ। ফলে এই
টাকা কামানোর খেলায় টিকে থাকতে
নতুন পরিকল্পনা ফাঁদতে হয় তাঁকে। ওসি
অয়ন ব্যানার্জির সেই খেলার খুঁটি হয়ে যায়
বিক্রম প্রামাণিক। নাবালক পুত্র চুনির জন্যে
বাধ্য হয়েই আবার বিক্রম ডাকাতি করতে
ময়দানে নামে। তবে এবার আর তাঁর
টার্গেট ব্যাঙ্ক নয় ঋণগ্রস্ত, ইনসিওরেন্স-
করা সোনার দোকান। শুরু হয় বিক্রম
প্রামাণিক ও তাঁর বহুরূপী-গ্যাং এর
রুদ্ধশ্বাস অভিযান। পুলিশই যখন
চোরকে চুরি করতে বাধ্য করে
তখন সেই খেলায় যে অনেক
চমক এবং টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন
থাকবে তা বলাই বাহুল্য।
এরপর পরতে পরতে খুলতে



থাকে রহস্য, দাবার চালের মতো শুরু হয়
বুদ্ধির মারপ্যাঁচের লড়াই। এরপর কী হয়?
বিক্রম আর তার বহুরূপী গ্যাং-এর সেই
রোমাঞ্চকর কাহিনি জানতে হলে অবশ্যই
যেতে হবে প্রেক্ষাগৃহে।
গতকাল পঞ্চমীতে মুক্তি পেয়েছে
নন্দিতা-শিবপ্রসাদের বহু প্রতীক্ষিত ছবি
'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু'। এ-ছবির
অন্যতম ট্রান্সপ কার্ড হলেন বিক্রম
প্রামাণিক ওরফে অভিনেতা শিবপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়। দিনে দিনেই বিক্রম-ডাকাত

আঘাত করে বারবার ক্ষমাও চায় সে। যার
ঘরে ডাকাতি করে তাঁকে বেঁধে ফেলে
মায়ার বন্ধনে, হাসায়, কাঁদায়, ভালবাসতে
বাধ্য করে। তাই বিক্রম প্রামাণিকের
ডাকাতির অভিযান সফল হলে দর্শক
জিতে যায়, হাততালি দেয়। এখানেই
অভিনেতা শিবপ্রসাদের সার্থকতা। শুধু
তিনি একা নয়, তাঁর এবং অয়ন ব্যানার্জির
চরিত্রে যিশু সেনগুপ্তের রসায়নও জমিয়ে
দিয়েছে গোটা ছবিটা। এক অন্য মাত্রায়
নিয়ে গেছেন ছবিটিকে। যিশু সেনগুপ্তের
অভিনয়ের কাছে স্নান হয়ে গেছে
'বহুরূপী'র আবার চট্টোপাধ্যায়ও।
এখানেই শেষ নয়— এই ছবির প্রত্যেকটি
অভিনেতা 'এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও
বলে আমায়!' বিমলি চরিত্রে কৌশানী
মুখোপাধ্যায় অসম্ভব পরিণত। দারুণ
অভিনয় করেছেন। প্রদীপ ভট্টাচার্য, শ্রীদীপ
মুখোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার, রজতাভ
দত্ত, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, অম্বরীশ
ভট্টাচার্য, কনীনিকা
বন্দ্যোপাধ্যায়,
ভরত
কল,

চন্দন সেন, অনুজয় চট্টোপাধ্যায়-সহ সেই
তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবেন না
কেউ। এটা শুধু ছবি নয় অসাধারণ,
সুসংঘবদ্ধ একটা টিমওয়ার্ক। একমুহূর্ত
বোর হবার কোনও অবকাশ নেই। যা
সারাক্ষণ কৌতূহল ধরে রাখে।
শিবপ্রসাদকে এই ছবিতে অনেকগুলো
ছদ্মবেশে এবং লুকে দেখা গেল। তাঁর
দুর্দান্ত মেকআপ এবং পাশাপাশি কস্টিউম
মুগ্ধ করবে সকলকে।

ছবির কাহিনিকার নন্দিতা-শিবপ্রসাদ,
চিত্রনাট্য লিখেছেন নন্দিতা রায়, সংলাপ
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। ক্রিয়েটিভ
প্রডিউসার জিনিয়া সেন। এডিটর মলয়
লাহা, ডিওপি অনিমেশ ঘোড়াইয়ের
ক্যামেরার কাজ নিয়ে আলাদা করে কিছু
বলে দিতে হয় না। দিনে দিনে অসম্ভব দক্ষ
হয়ে উঠছেন তিনি। এই ছবির শ্যাটিং
হয়েছে হাসনাবাদ, টাকি, বারাসাত,
বর্ধমান, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, মালদা-সহ
পশ্চিমবঙ্গের মোট ৯৬টি লোকেশনে।
সিনেমার দুর্দান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর
করেছেন বনি চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনায়
বনি চক্রবর্তী, অনুপম রায়, অর্ঘব দত্ত,
শিলাজিৎ মজুমদার, ননীচোরা দাস বাউল
প্রমুখ। ছবির গানগুলো অসাধারণ।
আরমান রশিদ খানের কণ্ঠে 'তোমাকে যে
একবার দ্যাখে সে আর ভুলতে পারবে না'
গানটি অনবদ্য। অর্পিতা চক্রবর্তী,
ননীচোরাদাস বাউলের কণ্ঠে 'ফুল ফুটেছে
বাগান জুড়ে'র দৃশ্যায়ন ভীষণ রোমান্টিক।
শিবপ্রসাদ, কৌশানীর রসায়ন বাজিমাত
করেছে। পাশাপাশি ছবির বিশেষ আকর্ষণ
ছিল মালদার গভীরা শিল্পীরা।

ছবির প্রযোজনায়
উইনডোজ। শুরু
থেকে ছবিটি নিয়ে
কৌতূহলের
কোনও শেষ ছিল
না। অবশেষে সেই
কৌতূহলের
অবসান হল। 'বহুরূপী
দ্য গোল্ডেন ডাকু' যে
লম্বা রেসের ঘোড়া এ-
বিষয় কোনও সন্দেহ
রইল না আর।





চলতি মরশুমের
ফুটবলারদের নিয়ে ফটোশুট
চেমাইয়িন এফসির

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



■ ম্যান সিটির বিরুদ্ধে দেসিরে দুয়ের দুরন্ত গোলার উৎসব।



■ জিম্বাবোয়ে সিরিজের আগে ব্যাটিংয়ে মগ্ন বাংলার রিচা।



■ সাত মিনিটের ভেদে দু'গোলে পিছিয়ে অবিশ্বাস্য ম্যাচ জয়ের উল্লাস রিয়ালের।



■ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি'র কাছে হারের পর হতাশ হালান্ডার।



■ পোতোর বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর উচ্ছ্বাস রিয়াল বেতিসের ফুটবলারদের।



■ গ্যালারিতে বসে পুরনো দলের খেলা দেখছেন ম্যান সিটির প্রাক্তন কোচ গুয়ার্ডিওলা।



■ তাঁর পাস থেকেই গোল, মায়ামিতে মেসিকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

পরের দুই ম্যাচে শামিই ভরসা

দিল্লিতে সার্ভিসেস, তিরুবনন্তপুরমে কেরলম

প্রতিবেদন : এক বছরে দ্বিতীয়বার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা। জানুয়ারিতে ২০২৫-২৬ মরশুমের ম্যাচ হয়েছিল। বাংলা জিতেছিল ইনিংস ও ৪৬ রানে। ২০২৬-২৭ মরশুমে বাংলা বনাম সার্ভিসেস ম্যাচ হবে দিল্লির পালাম মাঠে ১৮-২১ অক্টোবর।

দুটো দল দুই অবস্থায় মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলা প্রথম ম্যাচে দিল্লিকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট ঘরে তুলেছে। দিল্লির দেওয়া টার্গেট পার করতে গিয়ে বাংলা নবাগত অক্ষর পালের উইকেট হারিয়েছিল। না হলে ৭ পয়েন্ট ঘরে আসত। সার্ভিসেস প্রথম ম্যাচে মহারাষ্ট্রের কাছে ১২৭ রানে হেরেছে। প্রথম দফায় মহারাষ্ট্র ৩৩৩ রান করার পর সার্ভিসেস করেছিল ২২৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে মহারাষ্ট্র ১৪১ রান করলেও সার্ভিসেসের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১২০ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন নকুল শর্মা। এই মরশুমে তাদের অধিনায়ক রজত পালিওয়াল।

পালাম এ স্টেডিয়াম সার্ভিসেসের হোম গ্রাউন্ড। দুটো দল এই ম্যাচ খেলবে সেখানে। প্রথম ম্যাচে সরাসরি জেতার পর অভিনবু ঈশ্বরদেবের নজর থাকবে এই ম্যাচ থেকেও পুরো পয়েন্ট ঘরে তোলা। বাংলা এই ম্যাচে আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারকে পাচ্ছে না। সম্ভবত পরের ম্যাচেও নয়। দুজনেই নিউজিল্যান্ডে খেলবেন ভারত এ দলের হয়ে। করণ লাল ও গীত পুরীর মধ্যে কারও খেলার সুযোগ রয়েছে। দু'জনকেই



দলে রাখা হয়েছে সার্ভিসেস ও তারপর কেরল ম্যাচের জন্য। হাট্টুর চোটে বাইরে থাকা শাহবাজ আমেদও ফিরে এসেছেন। সুরজ সিঙ্ঘ জয়সওয়াল হয়তো প্রথম এগারোয় চলে আসবেন। আকাশ, শামি ও মুকেশের কবিনেশনে তিনি কল্যাণীতে দলে আসতে পারেননি।

শোনা যাচ্ছিল মহম্মদ শামি প্রথম ম্যাচে খেলার পর দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবেন না। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে রাজি করিয়েছে। তারপর তিরুবনন্তপুরম ম্যাচেও। আকাশ ও মুকেশকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পেস আক্রমণ কমজোরি হয়ে যাবে। এই অবস্থায় শামিও না খেললে আরও কঠিন হবে সার্ভিসেস ও কেরল ম্যাচ। কল্যাণীতে শামির পাশাপাশি বাকি দুই সিমার ভাল বল করেছেন। স্পিনাররাও মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। আকাশ ও মুকেশ না থাকলেও টিম ম্যানেজমেন্ট এই কবিনেশন ধরে রাখতে চেয়েছে।

সার্ভিসেস দু'বার রঞ্জি জেতা দল। তাদের হয়ে একসময় খেলেছেন হেমু অধিকারী, সুরেন্দ্র নাথের মতো জাতীয় দলে খেলা প্লেয়াররা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই দলের তেমন সাফল্য নেই। তাই অভিনবুদের জন্য এই ম্যাচ সহজ হতে পারে। পরের ম্যাচ ২৬-২৯ অক্টোবর কেসিএ ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মঙ্গলপুরমে।

জয়ে ফিরতে আজ দিল্লির বিরুদ্ধে হয়তো শুরুতে মিণ্ডয়েল



শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে আলবার্তো, মনবীররা। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে।

প্রতিবেদন : নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে সংযুক্ত সময়ের গোলে হেরে আইএসএল শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শুক্রবার স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া পানাজিওটিস দিলমপেরিসের দল। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যাচ। মোহনবাগানের মতো দিল্লিও প্রথম ম্যাচে দারুণ লড়াই করে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে হেরেছে। ফলে দু'টি দলই তাদের প্রথম জয়ের খোঁজে। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন জেমি ম্যাকলারেন। তবে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে দ্বিতীয়ার্ধে জেমিকে কিছুটা সময় খেলাতেও পারেন মোহনবাগান কোচ।

সুযোগ নষ্টের প্রবণতাই ভাবাচ্ছে কোচ পানোসকে। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে অজস্র গোলের সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হয়েছে মোহনবাগানকে। স্কটিশ স্ট্রাইকার লি এরউইন গোলের সামনে চূড়ান্ত ব্যর্থ। ম্যাকলারেন পুরো ফিট না থাকায় দিল্লির বিরুদ্ধে হয়তো এরউইনই শুরু করবেন। দিল্লির দুই বিদেশি সেন্টার ব্যাকের বিরুদ্ধে পরীক্ষা বাগানের আক্রমণভাগের। তবে এই ম্যাচে মিণ্ডয়েল ফিগুয়েরাকে শুরু থেকে খেলাতে পারেন কোচ পানোস। ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার প্রথম একাদশে থাকলে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলতে পারেন মনবীর সিং। দিল্লির আক্রমণভাগের দুই বিদেশি ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার রদ্রিগুইনহো এবং কলম্বিয়ান অ্যাটাকার জুয়ান সেবাস্তিয়ান পেনাকে আটকানোর গুরুদায়িত্ব আলবার্তো রডরিগেজ, রাহুল ভেঙ্কেদের কাঁধে। ম্যাচের আগের দিন সেট-পিসে জোর দেন বাগান কোচ। সেট-পিস থেকে গোল করা এবং আটকানোর মহড়া সারে দল। অনুশীলন শেষে টি হাডলেও জয়ে ফেরার শপথ দেজান দ্রাজিচ, সাহাল আব্দুল সামাদদের। এদিকে আইএসএলে মোহনবাগান বনাম নর্থ ইস্ট ম্যাচ ইউটিভিবে ১৯ মিলিয়ন ভিউ হয়েছে।

ক্ষমা চাইলেন ইনফান্তিনো

জুরিখ, ১৫ অক্টোবর : বিশ্বকাপ-সহ ফিফার বড় প্রতিযোগিতাগুলির অংশীদারিত্ব বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রির পরিকল্পনা নিয়ে তুমুল বিতর্কের পর ফুটবল বিশ্বের নজর ছিল জুরিখে বৃহস্পতিবারের কাউন্সিল বৈঠকের দিকে। সাড়ে তিন ঘণ্টার সেই ফিফা কাউন্সিল বৈঠকে তাঁর বিতর্কিত পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তবে ফিফা প্রধানের ক্ষমা



চাওয়াতেই সম্ভব নন ইউরোপীয় ফুটবল কতারা। পরিকল্পনা কেন করা হয়েছিল, এর সঙ্গে কারা জড়িত ছিলেন—এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে চান তাঁরা। ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) সভাপতি ডেবি হিউইট বলেছেন, প্রয়োজনীয় নথি প্রকাশ করে প্রশ্নগুলোর জবাব না দিলে ইনফান্তিনো ফিফা সভাপতি থাকার যোগ্যতা হারাবেন। বিশ্বকাপের পর প্রস্তাব প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক বাড়ায় চাপের মুখে পরিকল্পনা বাতিল করেন ইনফান্তিনো। তাতেও বিতর্ক থামেনি।

শ্রীকান্তের হার



উদেনসে, ১৫ অক্টোবর : ডেনমার্ক ওপেন ব্যাডমিন্টনে একে একে ভারতীয় চ্যালেঞ্জ শেষ হওয়ার মুখে। দাপটে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা কিদাম্বি শ্রীকান্ত বৃহস্পতিবার শেষ যোেলার

লড়াইয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফরাসি শাটলার অ্যালেক্স লেনিয়ারের কাছে হেরে ছিটকে গেলেন। বিশ্বের ৩১ নম্বর ভারতীয় তারকা প্রথম গেম জিতেও শেষ দুই গেমের ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। শ্রীকান্ত হারেন ২১-১১, ১৫-২১, ১৫-২১ ফলে। মেয়েদের সিঙ্গলসে আশা গাগিয়ে শেষ যোেলায় ওঠা অস্মিতা চালিহাও এদিন বিদায় নিলেন। জাপানি তারকা আকানে ইয়ামাগুচির কাছে স্টেট গেমের হেরে যান ১৭ বছরের ভারতীয় তরুণী। খেলার ফল ১৮-২১, ১০-২১।

বাংলা-মুম্বই ড্র

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ২৩ সিকে নাইডু ট্রফিতে ড্র হল বাংলা ও মুম্বইয়ের ম্যাচ। সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে মুম্বই প্রথম ইনিংসে করেছিল ৫৬৫-৭। জবাবে বাংলা দুই ইনিংসে করেছে যথাক্রমে ৩৪২ ও ৫০-১। এদিন শুভম সিং ৩৬ ও আদিত্য রায় ১০ রানে নট আউট থেকে যান। মুম্বইয়ের ইনিংসে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ২০১ ও অভিজ্ঞান কুণ্ডু ১৩৪ রান করেছেন। বাংলার প্রথম ইনিংসে শশাঙ্ক সিং ১৭৫ রানে নট আউট থেকে যান। এগিয়ে থাকায় ৩ পয়েন্ট পেয়েছে মুম্বই।

বকেয়া বেতন পেয়েই অনুশীলনে রশিদরা

প্রতিবেদন : ইনডেস্টার না থাকায় সংকট বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে। ইমামি

লগ্নিকারীর দায়িত্ব ছাড়ার পর নতুন কোনও সংস্থা এগিয়ে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে ক্লাব কতারা নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে দল চালাচ্ছেন। কিন্তু দু'মাসের বেতন বাকি থেকে যাওয়ায়

বৃথকার দেশি-বিদেশি ফুটবলাররা নিউটাউনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে এসেও অনুশীলন বয়কট করে হোটেল ফিরে যান। ফুটবলারদের বাতরি পরেই তড়িঘড়ি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেতন সমস্যা মিটিয়ে ফেলে ক্লাব। বিদেশি কোচ, সাপোর্ট স্টাফ-সহ সহ সব ফুটবলারের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিউটাউনের মাঠে গোটা দল অনুশীলন করে। তবে ফুটবলাররা মূলত রিকভারি করেছেন। রবিবার চার্টিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে আইএসএল অভিযান শুরুর আগে আপাতত স্বস্তি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। শনিবার গোয়া রওনা হচ্ছেন মহম্মদ রশিদ, এডমন্ড লালরিনডিকারা।

ক্লাব ম্যানেজমেন্টের একটি সূত্রের অবশ্য



দাবি, ভারতীয় ফুটবলারদের কোনও বেতন বকেয়া ছিল না। বিদেশিদের বেতনের টাকা ডলার ও ইউরোয় ট্রান্সফার করার প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়াতেই সমস্যা হয়। অন্য একটি সূত্রও ব্যাঙ্গ ট্রান্সফারের টেকনিক্যাল সমস্যার কথা বলেন। তবে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারেরও বকেয়া মেটানো হয়েছে বৃহস্পতিবার।

তবে কতদিন এই পরিস্থিতি চলবে। লগ্নিকারী নিয়ে স্থায়ী সমাধান না হলে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা মরশুমে বড় ধাক্কা খেতে পারে। সামনে আইএসএল। রয়েছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচও। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ইনডেস্টার সমস্যা মেটা জরুরি।

তুমি কি আমার সহকারী হবে? দিল্লি কোচ সৌরভের এই প্রশ্নে যুবরাজের জবাব ছিল, আমি ২৫ বছর সেটাই

শেষমুহুর্তে তিন গোল, ৪-৩ জয় রিয়ালের



■ আরও একটি গোল। রিয়ালের ম্যাচে নাটকীয় মুহূর্ত।

রোম, ১৫ অক্টোবর : ১-৩-এ পিছিয়ে থাকা একটা দল ম্যাচের শেষমুহুর্তে এসে তিন গোল দিয়ে ৪-৩-এ জিতে গেল। এমন নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম রোমার ম্যাচে। জয়ের সঙ্গেই রিয়াল দেখল কেন তাদের বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব বলা হয়। ৮৯ মিনিট পর্যন্ত তারা ১-৩-এ পিছিয়ে ছিল। স্তাদিও ওলিম্পিকোতে ম্যাচের শেষদিকে মনে হচ্ছিল

রিয়ালের হার প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু তখনই ঘুরে দাঁড়ানো শুরু হয় ইউরোপীয় ফুটবলের মেগা ক্লাবের। তারা অবিশ্বাস্যভাবে ম্যাচে ফিরে এসেছে, জিতেও গিয়েছে। এই ম্যাচে খুব ভাল শুরু করে ২০ মিনিটে ১-০-তে এগিয়ে গিয়েছিল রোম। ডোনিয়েল ম্যালেনের পা ঘুরে বল মার্টিন ডি রুনের কাছে এলে তিনি দূরপাল্লার শটে গোল করেছেন। পাঁচ মিনিট বাদেই বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান কিলিয়ান এমবাপে। প্রথমার্ধে খেলার ফল ছিল ১-১।

বিরতির পর ম্যাচের ছবি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল রোম। তারা ৫১ ও ৫৮ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে ম্যাচে ৩-১-এ এগিয়ে যায়। দুটি গোলই ডোনেলের। প্রথম গোল কাউন্টার অ্যাটাক থেকে। পরেরটি ম্যাটিয়াস সোলের ঝু থেকে। এইসময় মনে হচ্ছিল ইউরোপীয় ফুটবলের জায়ান্টদের আর ম্যাচে ফেরা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে করে দেখাল রিয়াল। দেখাল কেন তারা রিয়াল মাদ্রিদ। অতঃপর তারা স্থানীয় দলের উপর লাগাতার তিন গোল চাপিয়ে দিয়েছে।

সময় ফুরিয়ে আসছে দেখে গোলমুখী আক্রমণের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল রিয়াল। তাদের এই মধুর প্রত্যাবর্তনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন আরদা গুলার। ৮৩ মিনিটে সিজার পালিসিও এনড্রিকের রিবাইন্ড থেকে বল পেয়ে ২-৩ করে দেন। ২ মিনিট বাদে কর্নার থেকে হেডে ৩-৩ করেন এনড্রিক। এরপর ৮৯ মিনিটে রিয়ালের ৪-৩ গোলে এগিয়ে যাওয়া। গুলারের কর্নার থেকে অ্যাক্রব্যটিক ফিনিশে স্কোরলাইন ৪-৩ করে দেন অ্যান্টনিও রুডিগার। রোম এরপর আর গোল শোধের সুযোগ পায়নি।

নির্বাসিত ভিনি, নেই এল ক্লাসিকোয়



■ রেফারির সঙ্গে তর্কের সেই মুহূর্ত।

মাদ্রিদ, ১৫ অক্টোবর : কলকাতা থেকে ফেরার পর চরম দুঃসময় চলছে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে লা লিগার ম্যাচে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার নেথান সালিবার চুল টানার জন্য চার ম্যাচ নিবাসিত হলেন রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলীয় তারকা। লিগের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় খেলতে পারবেন না ভিনি। ২৬ অক্টোবর বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে রিয়াল। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ভিনিসিয়াসকে চার ম্যাচের নিবাসনের শাস্তি দিয়েছে দু'টি অপরাধের জন্য। প্রতিপক্ষ ফুটবলারের চুল টেনে লাল কার্ড দেখার কারণে দুই ম্যাচের নিবাসন হয়েছে তাঁর। একইসঙ্গে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে রেফারির সঙ্গে তর্ক করার কারণে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে যোগ হয়েছে আরও দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা। এর ফলে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সেভিয়া, বার্সেলোনা, রেসিং এবং ভালেসিয়াস বিরুদ্ধে লা লিগার ম্যাচগুলিতে খেলতে পারবেন না ভিনিসিয়াস। ভিনি এই শাস্তি রিয়ালের জন্য বড় ধাক্কা। কারণ, চলতি মরশুমে স্প্যানিশ লিগে বার্সেলোনার সঙ্গে তাল মেলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে হোসে মোরিনহোর দল। ভিনি নিবাসনের খবর রোমার বিরুদ্ধে ম্যাচের মাত্র দু'ঘণ্টা আগে জানানোয় ক্ষুব্ধ ভিনিসিয়াস ও রিয়ালের কোচ মোরিনহো। ভিনি বলেন, আমার মনে হয়, সিদ্ধান্ত জানানোর সময়টা ঠিক ছিল না। স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর পর আমাকে নিবাসনের খবর জানতে হচ্ছে। মোরিনহো বলেন, এখন নির্লজ্জভাবে তারা এই সব কাজ করে। ম্যাচের দু'ঘণ্টা আগে একজন খেলোয়াড়কে জানতে হবে সে চার ম্যাচ নিবাসিত। এমন সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়ের প্রতি অসম্মান।

রোহিতকে মিকা, শান্ত থাকো কী করে

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : চাপেই তাঁর সেরা খেলা বেরিয়ে আসে। মাথা থেকে মাঠের সব আওয়াজ সরিয়ে রেখে সেরাটা তিনি বের করে আনেন।



নিজের শো ফ্যামিলি ফুল হাউস উইথ রোহিত শর্মা-তে গায়ক মিকা সিং রোহিতকে জিজ্ঞেস

করেছিলেন, আমরা অনেক লোকের মধ্যে অনুষ্ঠান করি। দশ-পনেরো হাজার লোক হয়। চিংকারটা বুঝি। কিন্তু তাতে কোনও চাপ থাকে না। ওরা আমার ফ্যান। জানি খারাপ গাইলেও কিছু বলবে না ফ্যান বলে। তুমি যখন পিচে ব্যাট করতে যাও, গোটা ভারত চোহিত-রোহিত চিংকার করতে থাকে। তুমি তখন কী ভাবো বল তো? কীভাবে নিজেকে শান্ত রাখো?

রোহিত জবাবে বলেন, আমি ম্যাচে নামার আগে শুধু এটাই ভাবি যে আমি যেরকম প্রস্তুতি নিয়েছি তাতে সামনে যাই হোক, আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। ছোটবেলা থেকেই আমি নিজের প্রস্তুতিতে জোর দিয়েছি। সবসময় এটা ভেবে নিয়েছি যে সামনে কারা আছে? ওরা আমাকে আউট করার জন্য কী করবে? এইসব ব্যাপার নিয়ে খেলার আগে ভাবতে থাকি। আসলে সব প্লেনারের কিছু না কিছু পরিকল্পনা থাকে। ভুল হোক বা ঠিক, তোমাকে নিজের রাস্তা ঠিক বের করে নিতে হবে।

মেসির পাসে গোল, প্লে-অফে মায়ামি

মায়ামি, ১৫ অক্টোবর : মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামিকে প্লে-অফে তুলতেও অবদান রাখলেন লিয়োনেল মেসি। এল এম টেনের পাস থেকে রদ্রিগো ডি'পল গোল করলেন, পাশাপাশি হারমান বের্তেরামে জালে বল জড়ানোয় ইন্টার মায়ামি ২-০ ব্যবধানে হারাল নিউইয়র্ক সিটিকে। এই জয় মায়ামিকে পৌঁছে দিল এমএলএসের প্লে-অফে। মেসির পাশাপাশি গোলের পাস বাড়ান লুইস সুয়ারেজও।



গত জুলাইয়ের পর টানা দুই ম্যাচে জয় পেলে ইন্টার মায়ামি। গত সপ্তাহেই মেসি ও সুয়ারেজের গোলে ডিসি ইউনাইটেডকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিল মেসির দল।

২০২৩ সালে মেসি ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর মায়ামি লিগ জিতে না পারলেও গত তিন মরশুমে তারা প্লে-অফে পৌঁছেছে। গত বছর ভ্যাঙ্কুভারকে হারিয়ে মেসিদের ক্লাব তাদের প্রথম এমএলএস কাপ জেতে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব নেওয়া মায়ামির নতুন কোচ ক্রিশ্চিয়ান গঞ্জালেসের অধীনে এটি লিগে তাদের দ্বিতীয় জয়।

২০ মিনিটের মাথায় সুয়ারেজের পাস থেকে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন বের্তেরামে। মরশুমে তাঁর আট নম্বর গোল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে মেসির ঝু পাস ধরে ব্যবধান বাড়ান ডি'পল। খেলার শেষ মিনিটে পেনাল্টি বাঁচিয়ে টানা দুই ম্যাচ ক্লিন-শিট রাখে মায়ামি।

হাল্যান্ডের জোড়া গোলেও সিটি হারল পিএসজির কাছে

লন্ডন, ১৫ অক্টোবর : রবিবারই লিভারপুলকে হারিয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। কিন্তু জয়ের তাল কেটে গেল খুব তাড়াতাড়ি। তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির কাছে হেরে গেল ২-৪ গোলে।

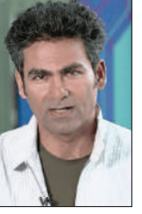
ঘরের মাঠে এই হার সিটির জন্য খুব বড় ধাক্কা। তারা শুরুটাই ভাল করেনি। প্রথমার্ধে তিন গোল খেয়ে বসেছিল ফরাসি লিগের চ্যাম্পিয়ন দলের কাছে। প্রিমিয়ার লিগে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে আসার পর সিটির এটা ছিল প্রথম হোম ম্যাচ।



তার হেরে সমর্থকদের আরও হতাশ করে দিল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি অসাধারণ শুরু করে পরপর দু'গোল চাপিয়ে ম্যাচের দখল হাতে তুলে নিয়েছিল। এতেই শেষ নয়, ৩২ মিনিটে ভিতিনহা আরও একটি গোল চাপিয়ে দেন সিটির উপর। পরিস্থিতি তখন কার্যত হাতের বাইরে চলে গিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম প্রিমিয়ার দলের। এই পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়াতে হলে একজনকেই কিছু না কিছু করতে হত। সেটাই করেন অর্লিং হালান্ড। বিরতির পর তিনি পরপর দুটি গোল করে খেলার ফল ২-৩ করে দিয়েছিলেন।

■ নিখুঁত প্রয়াস হালান্ডের। পিএসজির বিরুদ্ধে দুটি গোল করেও জয় এল না।

সার্জিও আশ্বেয়েরোর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সিটির হয়ে ৩৬টি গোল রয়েছে। হাল্যান্ড তাঁকে ছাপিয়ে গিয়ে ক্লাবের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সবথেকে বেশি গোল করে ফেললেন। কিন্তু এতসব করেও তিনি দলের হার আটকাতে পারেননি। উল্টে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে আকলিয়াকে আরও একটি গোল করে পিএসজিকে ৪-২ গোলে এগিয়ে দেন। হাল্যান্ড একার চেষ্টায় এরপরও গোল করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ডিফেন্স শক্ত করে পিএসজি তাঁর চেষ্টা প্রতিহত করেছে। ফলে আর গোলসংখ্যা বাড়াইনি সিটির।



ব্যাটারদের দায়িত্ব নিতে হবে

রান তড়া করতে হবে : সানি



বেঙ্গালুরু, ১৬ অক্টোবর : রান তড়া করা উন্নতি করতে হবে। আর ব্যাটারদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে। বেঙ্গালুরুতে শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচে খেলতে নামার আগে ভারতীয় দলকে এমনই পরামর্শ দিলেন সুনীল গাভাসকর। এইসঙ্গে অনভিজ্ঞ বোলারদের নিয়ে তাঁর বক্তব্য হল, ওরা বাউন্ডারি খেতে খেতেই শিখবে।

হায়দরাবাদে সাই হোপ আবার ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষা নিয়েছেন। হেটমেরার ও রাদারফোর্ডকে পাশে নিয়ে শুধু সেঞ্চুরি করেননি, দলকেও জেতার মতো স্কোরে পৌঁছে দিয়েছেন। তিলক ভামা ও নীতিশ কুমার রেড্ডির ৭০ রানের পার্টনারশিপেও ভারত জয়ের রানে পৌঁছতে পারেনি। হেরে গিয়েছে ২৩ রানে। জিওস্টারে গাভাসকর বলেছেন, সবাই আগে এই দলকে কীভাবে

রান তড়া করা উন্নতি করতে হবে। শিশির পড়তে পারে এটা ভেবে কীভাবে রান করতে হয় সেটা পরপর টি ২০ বিশ্বকাপ জেতা দলকে বুঝতে হবে। কিন্তু এই ম্যাচে সেটা দেখা যায়নি। সঞ্জু স্যামসন খুব ভাল শুরু করেছিল। বাকিরা সেটা কাজে লাগাতে পারেনি। অভিষেক শর্মা খুব খারাপ খেলেছে। ও যে মাপের প্লেয়ার তাতে এটা অপ্রত্যাশিত। ইশান কিশান কেমো পলের ট্রাপে পড়েছিল। আর শ্রেয়স সেঞ্চুরির পর কিছু করতে পারেনি।

গাভাসকর বলেছেন, ব্যাটিং ইউনিটকে আরও দায়িত্ব নিতে হবে। আমি মানছি বোলাররা কিছু করতে পারেনি। কিন্তু ওরা অভিজ্ঞ নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওরা নতুন। ওরা বাউন্ডারি খেতে খেতেই শিখবে। আগে ব্যাট করলে ২৪০-৫০ রান দরকার। তারপর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অল্প রানে বেধে রাখা উচিত ছিল। ব্যাটাররা দায়িত্ব না নিলে এই দল সাফল্য পাবে না।

স্মৃতি-যুগ শুরু সামনে জিম্বাবোয়ে

রায়পুর, ১৫ অক্টোবর : হরমণপ্রীত কোরের কাছ থেকে ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ব্যাটন এসেছে স্মৃতি মাস্কানার হাতে। শুক্রবার রায়পুরে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে স্মৃতির যুগ।



পাকিস্তানিভাবে জাতীয় দলের নেতৃত্ব প্রথমবার। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন তারকা ব্যাটার। স্মৃতির নেতৃত্বেই মেয়েদের আইপিএল জিতেছে বেঙ্গালুরু। নতুন মুখ হিসেবে শ্রেয়ঙ্কা পাতিল নিজেকে তৈরি করেছেন ডব্লিউএলে স্মৃতিরই অধীনে থেকে। তাই দেশের হয়ে তাঁর সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী ক্রিকেটমহল।

এই প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভারত-জিম্বাবোয়ে মুখোমুখি হচ্ছে। আর ১৩৩ রান করলেই টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৫ হাজার রান করার বিরল রেকর্ড গড়বেন স্মৃতি। কিন্তু ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাটে ভারতীয় দলের এখনও অনেক খামতি। এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে ভারতের মেয়েরা দাপট দেখালেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এখনও অনেকটা পথ এগোতে হবে স্মৃতিদের। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতা ভারতীয় দলের দুর্বলতা সামনে এনে দিয়েছে। স্মৃতি বলেছেন, ছোট ফরম্যাটে আমাদের তিনটি বিভাগেই উন্নতি করতে হবে। জিম্বাবোয়ে বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে আমরা খুবই উত্তেজিত। এই সিরিজ থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। সহ-অধিনায়ক শেফালি ভামা বলেছেন, আমরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার জন্য প্রস্তুত।

বোলারদের পাশে সঞ্জু ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ



হায়দরাবাদে এভাবেই ঝড় তুলেছেন সঞ্জু। বুধবারের ম্যাচে।

হায়দরাবাদ, ১৫ অক্টোবর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে হারের পর বোলারদের পাশে দাঁড়ালেন সঞ্জু স্যামসন। তিনি মনে করেন, তরুণ প্রতিভাবান বোলারদের অভিজ্ঞতা যত বাড়বে ততই পরিণত হয়ে উঠবেন। একইসঙ্গে শনিবার বেঙ্গালুরুতে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর বাতাও দিয়েছেন ভারতের তারকা ব্যাটার। সঞ্জু বলেছেন, জসপ্রীত বুমরার মতো বোলার প্রজন্মে একজনই আসে। আমরা ভাগ্যবান ওকে দলে পেয়ে। তবে আমাদের দলে আরও

কয়েকজন দারুণ প্রতিভাবান বোলার উঠে এসেছে। অর্শদীপ খুব ভাল খেলেছে। প্রিন্স যাদব গত কয়েকটি ম্যাচে যেভাবে বল করেছে, তা সত্যিই নজর কেড়েছে। আমাদের দলে প্রতিভার অভাব নেই। যত বেশি আমরা ওদের সুযোগ দেব ততই তাই ওরা ভাল খেলবে এবং অভিজ্ঞতাও বাড়বে।

চিন্তাস্বামীতে শেষ ম্যাচে দল যে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া, তা স্পষ্ট করে দিলেন দাপুটে ওপেনার। সঞ্জুর কথায়, সিরিজ এখন ২-২। বেঙ্গালুরুর ম্যাচের উপর এখন সব কিছু নির্ভর করছে। আমরা খুবই উজ্জীবিত এবং

মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বেশ ভাল ক্রিকেট খেলেছে এবং দু'টি ম্যাচে আধিপত্য দেখানোর জন্য তাদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। তিলক ভামার আউটই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন সঞ্জু। পাশাপাশি অর্শদীপের চোট নিয়েও আশার কথা শুনিয়েছেন তিনি। সঞ্জু বলেছেন, আশা করছি অর্শদীপের চোট গুরুতর নয়। একটা বল সজোরে লেগেছে কাঁধে। কাঁধে বরফ লাগানো হচ্ছে। এখনও দু'দিন সময় আছে।

বাদ স্টাবস দলে ব্রিৎজকে

গোবরাহা, ১৫ অক্টোবর : ডারবানে প্রথম টেস্টে ২১৪ রানে হেরে ০-১ পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজে এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে ১৭ জনের স্কোয়াডে একটাই বদল করল ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা। প্রথম টেস্টে ব্যর্থ ট্রিস্টান স্টাবস বাদ পড়লেন। মিডল অর্ডার ব্যাটারের পরিবর্তে হিসেবে দ্বিতীয় টেস্টের দলে এলেন ম্যাথু ব্রিৎজকে। মাত্র দু'টি টেস্ট খেলা ব্রিৎজকে ওয়ান ডে'তে দূরস্ত ফর্ম থাকার পুরস্কার পেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড জানিয়েছে, আগে টেস্ট স্কোয়াডে ছিলেন ব্রিৎজকে। তবে ওয়ান ডে'তে তাঁর দারুণ ফর্ম টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় টেস্টে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলতে পারেন রায়ান রিকেলটন। প্রথম টেস্টে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলেছিলেন তিনি। রবিবার গেবেরহাতে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট।

হোপের লাগেজ ভরছে ট্রফিতে

হায়দরাবাদ, ১৫ অক্টোবর : দেশে ফেরার আগে তাঁর লাগেজ ভরে যাচ্ছে রান আর ট্রফিতে। সাই হোপ তাতে খুশি। অনেকে বলছেন জোড়া সিরিজের সঙ্গে তাঁর লাভ অ্যাফেয়ার চলছে। হায়দরাবাদে আর একটা ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার পাওয়া লোককে এখন প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি পালন হচ্ছে।



হায়দরাবাদে তিনি ছুঁয়ায় সেঞ্চুরি করলেন। দলকে জেতালেন। সিরিজ ২-২ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ টি ২০ সিরিজে কারা চ্যাম্পিয়ন হবে সেটা বুঝতে এখন শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। হোপ বলেছেন, ট্রফিতে আমার লাগেজ ভারী হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় বাড়ি ফেরার সময় এটা নিয়ে সমস্যা হবে। আমি সবসময় দলের জন্য সেবাটা দিতে চাই। এজন্য মাথায় থাকে ভাল শুরু করতে হবে। এখানে যেমন পঞ্চাশের উপর রান উঠেছিল ওপেনিং পার্টনারশিপে। একটা ফাউন্ডেশন তৈরি হয় গেলে সেটা দলের জন্য স্বস্তির। সেটা হলে মাঝখানে ফ্রি খেলা যায়। শেষের দিকে বড় শটও নেওয়া যায়।

হোপ জানান, ২৪৭ এখানে ভাল রান। তাঁরা যা ভেবেছিলেন তার থেকে একটু বেশিই বোলাররা সুবিধা পেয়েছেন। বল কিছুটা থমকে এসেছে। এটা ব্যাটারদের মুশকিলে ফেলেছে। তাঁর কথায়, আমি ভেবেছিলাম পরে উইকেট ভাল হবে। কিন্তু সেটা হয়নি। নতুন বল কখনও জোরে এসেছে, আবার কখনও থমকে এসেছে। নিচুও হয়েছে। আমার মনে হয়েছে এটা ছিল ডাবল পেসড উইকেট। আমার তাই মনে হয়েছিল ২৪০ রান করতে পারলেই সেটা ভদ্রস্থ স্কোর হবে এখানে।

এই বছর ১৬টি ম্যাচে ৬০১ রান করা হয়ে গিয়েছে ক্যারিবিয়ান অধিনায়কের। গড় ৫০। স্ট্রাইক রেট ১৫২। এখানে ৫০ বলে ১০২ নট আউট থেকেছেন হোপ। বেঙ্গালুরুতে এই ফর্মই তিনি ধরে রাখতে চান।